NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ টেস্টকে টি-টোয়েন্টি বানাল রোহিতবাহিনী

এবার আয়ারল্যান্ডের কাছে হার দক্ষিণ আফ্রিকার ৭

কলকাতা ১ অক্টোবর ২০২৪ ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.10.2024, Vol.18, Issue No. 113, 8 Pages, Price 3.00

‘সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য’

তদন্তের আওতায় থাকা ব্যক্তিদের নামের তালিকা চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: সোমবার ছিল আরজি কর মামলার পঞ্চম শুনানির দিন। দুপুর ২ টোয় শুনানি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুনানি শুরু হতে হতে বিকাল ৪টে ১৫মিনিট বেজে যায়। শুরুতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অনুরোধ জানান, মঙ্গলবার কিংবা বৃহস্পতিবার শুনানির জন্য। আরজি করের ঘটনায় তদন্ত প্রক্রিয়া কতদূর এগোল, তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআইয়ের থেকে স্টেটাস রিপোর্ট দেখতে চান প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ অক্টোবর।

আইনজীবী মহেশ জেঠমলানী সুপ্রিম কোর্টে জানান, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে চেয়ে মামলা দায়ের হয়েছে। এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় হাইকোর্টে শুনানি হয়নি। ওই বিষয়টি হাইকোর্ট শুনতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের থেকে জানতে চান আইনজীবী।

সিবিআইয়ের তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মন্তব্য, ‘সিবিআই তদন্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। তারা তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাক।’

পাশাপাশি, সিবিআইয়ের দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বিচারপতি জানান, চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় কী ভাবে এটি হল? যদিও সলিসিটর জেনারেল জানান, চশমা খুলে না রাখার জন্য সেটি হয়েছে। জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি অভিযোগ তোলেন, হাসপাতালে জাল ওষুধের একটি চক্র চলছে। ২০০৩ সালে চন্দন সেন নামে এক চিকিৎসক মারা গিয়েছিলেন বলেও আদালতে জানান এডুলজি।

জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং আদালতে বলেন, ‘এটা সাধারণ খুন ও ধর্ষণের ঘটনা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। আমাদের কাছে চার জনের নাম রয়েছে। দু’জনের নাম আমরা সিবিআইকে দিয়েছি। ওই চার জন অকুস্থলে ছিলেন।’ পাশাপাশি তদন্তের আওতায় আসা হাসপাতালের সাত জনকে আপাতত সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করারও দাবি জানান তিনি। ইন্দিরার যুক্তি, তাঁরা এখনও হাসপাতালে কাজ করছেন এবং তাঁরা প্রভাব খাটাতে পারেন। একই আর্জি জানান জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর আইনজীবী করুণা নন্দীও। তিনি বলেন, ‘যে হেতু দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই, তাই তদন্তের স্বার্থে কয়েক জনকে প্রভাবশালীকে নিলম্বিত করা হোক।’

কারা তদন্তের অধীনে রয়েছেন সেই নামের তালিকা আদালতে জমা দেওয়ার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। তখন রাজ্যের আইনজীবী জানান, পাঁচ জনকে ইতিমধ্যে নিলম্বিত করা হয়েছে। কোন পাঁচ জনকে নিলম্বিত করা হয়েছে, সেই নামের তালিকাও জানতে চান প্রধান বিচারপতি।

সিসিটিভি বসানোর জন্য সময়সীমা

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: সিসিটিভি বসানোর কাজ কতদূর এগিয়েছে তা রাজ্যের আইনজীবীর থেকে জানতে চান প্রধান বিচারপতি। রাজ্য জানিয়েছে, তাতে আরও কিছু সময় লাগবে। ১০ অক্টোবরের মধ্যে সিসিটিভি বসানোর কাজ হয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। আইনজীবী জানান, রাজ্যে উদ্ভূত বন্যা পরিস্থিতির কারণে কাজ কিছুটা থমকে গিয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ২৮টি হাসপাতালে সিসিটিভি বসানো এবং শৌচাগার নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হয়ে যাবে। সে কথা শুনে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাজ্য আরও জানিয়েছে, আরজি কর হাসপাতালে ডিউটি রুমের টেন্ডার হওয়ার পরে কাজ থমকে রয়েছে। সিবিআই ছাড়পত্র দিলে কাজ শুরু করা যাবে। যদিও তখন সিবিআই জানায়, ‘ঘটনার পরে ৫ দিন কাজ হয়েছে। এখন আর আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?’

‘সব জরুরি কাজই করবেন জুনিয়র ডাক্তারেরা’

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: সব জরুরি কাজই করবেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সোমবার আরজি কর মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন তাঁরা।

সোমবার আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানান, ওপিডি বা আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট (বহির্বিভাগ), আইপিডি বা আউটপেশেন্ট ডিপার্টনমেন্ট (যে রোগীদের সাধারণ রোগের চিকিৎসা হয়)-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবায় কাজ করবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তার আগে রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান, শুধুমাত্র ডাক্তারেরা জরুরি পরিষেবা দিচ্ছেন। আইপিডি ও ওপিডিতে কাজ করছেন না। রাজ্যের আইনজীবীর এই মন্তব্যে আপত্তি জানান জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং। তিনি বলেন, ‘এটা ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।’ সব চিকিৎসকেরা সব পরিষেবায় যুক্ত হয়েছেন কি না, জানতে চান প্রধান বিচারপতি।

উৎসবের আবহেও নেতা-মন্ত্রীদের দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়তে আর দিন কয়েক বাকি। এর মধ্যেই বন্যা কবলিত একাধিক জেলা । প্লাবনের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতেও। এই অবস্থায় নেতা - মন্ত্রীদের দুর্গত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে এই মর্মে জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রবিবার শিলিগুড়ি থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে একই রকমের এক পর্যালোচনা বৈঠক করে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানিয়েছেন, মুখ্যসচিব আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতেও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা, মন্ত্রী-সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বন্যা দুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বন্যা দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার ভরা কোটাল রয়েছে। তার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে বিপজ্জনক এলাকায় থাকা মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে বন্যা এবং ভূমিধসে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। তিনি জানান যতক্ষণ না পরিস্থিতির পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ত্রাণ দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মন্ত্রীদের এদিন জানিয়ে দিয়েছেন যে, ‘মানুষগুলির জনজীবন বন্যার কারণে বিধ্বস্ত। তাঁদের পাশে থাকুন। বিশেষ করে সেই সমস্ত মন্ত্রীরা, যাঁদের জেলায় বন্যা হয়েছে, তাঁরা এলাকার মানুষদের জন্য বেশি করে সময় দিন।’ এদিন যে সমস্ত জেলায় বন্যা হয়নি সে সমস্ত জেলার মন্ত্রীদেরও বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ এবং সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা কবলিত। লাগাতার বৃষ্টি ও তার উপরে জলাধারের জল ছাড়ার কারণে তৈরি হওয়া বন্যা পরিস্থিতিতে দক্ষিণবঙ্গের জেলার পর জেলা জলের তলায়। গত কয়েকদিনে সিকিম পাহাড়ের জলে একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গেও।

‘বন্‌ধ সমর্থন করে না রাজ্য সরকার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাহাড়ে বন্‌ধকে সমর্থন করে না রাজ্য সরকার। তরাই-ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের সমস্যা মিটলেও পাহাড়ে সমস্যার নেপথ্যে একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফর সেরে সোমবার কলকাতা ফেরার আগে মমতা বলেন, ‘তরাই-ডুয়ার্সে বোনাস হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র পাহাড়ের ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি করছে একটি রাজনৈতিক দল।’

২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে পাহাড়ে ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডেকেছিল চা শ্রমিকদের আটটি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। যদিও সোমবার দুপুর পর্যন্ত দার্জিলিং শহরে বন্ধের কোনও প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। দোকানপাট খোলাই রাখেন ব্যবসায়ীরা। বন্ধ সমর্থনকারীরা জোর করে দোকান বন্ধ করানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটক করে নিয়ে যায়। কার্শিয়াং শহরেও পর্যটকদের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেন বন্ধ সমর্থনকারীরা। পুলিশ গিয়ে তাঁদেরও রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়। কালিম্পং জেলাতেও বন্ধের দৃশ্যত কোনও প্রভাব পড়েনি।

চা শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, রবিবার তাঁরা চা বাগানের মালিকপক্ষগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে সদর্থক কিছুই মেলেনি। এই অবস্থায় রবিবারই চা শ্রমিকদের আটটি সংগঠন মিলিতভাবে ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। দাবি পূরণ না হলে মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এর প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কোনও বন্‌ধ সমর্থন করি না। বাংলায় কোনও বন্‌ধ হয় না। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চলছে। সেখানে সমাধান বেরিয়ে আসবে।’ জট কাটাতে কি রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করবে? এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকার কোনও ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।

এফআইআরে স্থগিতাদেশ

বেঙ্গালুরু, ৩০ সেপ্টেম্বর: নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তোলাবাজির মামলায় স্বস্তি পেলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। শনিবার বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরুর যে নির্দেশ দিয়েছিল, সোমবার তার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে কর্নাটক হাইকোর্ট।

কর্নাটকের ‘জনাধিকার সংঘর্ষ সংগঠন’-এর তরফে আদর্শ আইয়ার নামে এক ব্যক্তি বেঙ্গালুরুর একটি আদালতে নির্মলা এবং কর্নাটক বিজেপির সভাপতি নলিনকুমার কাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তোলা আদায়ের অভিযোগ এনেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার সদস্য নির্মলা এবং সাংসদ নলিনের বিরুদ্ধে ওই নির্দেশ দিয়েছিল বেঙ্গালুরুর জনপ্রতিনিধি আদালত।

আরজি কর নিয়ে ছবির মুক্তি পিছনো হচ্ছে

ইমেল করে দলকে জানালেন রাজন্যা ও প্রান্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে বানানো ছবির মুক্তি পিছিয়ে দিলেন রাজন্যা হালদার। সোমবার রাজন্যা এবং তাঁর বন্ধু প্রান্তিক চক্রবর্তীর তরফে মেল করে বিষয়টি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিকে ঘিরেই বিতর্কের মুখে পড়েন রাজন্যা এবং প্রান্তিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে সাসপেন্ড করা হয় দু’জনকেই।

রাজন্যারা প্রথমে জানিয়েছিলেন, আগামী ২ অক্টোবর মহালয়ার দিনে তাঁদের এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিটি মুক্তি পাবে। কিন্তু রবিবার তাঁরা ইমেলে লেখেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে এবং বিচারবিভাগীর প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই মুহূর্তে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিটি প্রকাশ করব না। আমরা এই সিনেমাটির মুক্তি স্থগিত রাখছি।’

রাজন্যাদের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির বিষয়টি সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আরজি কর মামলার শুনানিতেও ওঠে। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের কাছে ছবিটি বন্ধ করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন। যদিও প্রধান বিচারপতি জানান, ওই ছবিটি বন্ধের নির্দেশ দিতে হলে শুনানির প্রয়োজন রয়েছে।

নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন জুনিয়র চিকিৎসকরা

দাবি মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজিকর কাণ্ডে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তারা নিজেদের সাধ্যমত রোগীদের পরিষেবা দেবেন বলে রাজ্য সরকার আশাবাদী। সোমবার নবান্নে সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর মামলার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তখনো সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়নি। তবে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তারা আশাবাদী। এ ব্যাপারে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। রাজ্য সরকার জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেছে

এরপর দুয়ের পাতায়

দেশি গোরুদের ‘রাজ্যমাতা’ তকমা

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর: দেশি গোরুদের ‘রাজ্যমাতা’ তকমা দিল মহারাষ্ট্র সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে সম্মতি দেয় একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন বিজেপি, শিবসেনা, এনসিপির জোট সরকার। চলতি বছরের শেষেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের আগে বিজেপি, শিবসেনা, এনসিপির জোট সরকার গো-অস্ত্রে শান দিল বলে মনে করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘দেশি গোরুরা কৃষকদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

বন্যা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় টিম

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে একটি ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল সেন্ট্রাল টিম পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। এই দুই রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখবে এই টিম। এদিকে, ত্রিপুরা, গুজরাত ও মণিপুরের বন্যা বিধ্বস্তদের জন্য ইতিমধ্যে ৬৭৫ কোটির আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। যা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা ফান্ডের অন্তর্গত।

বিচারকের প্রশ্নে সন্দীপকে ফের হেপাজতে চেয়েও আর্জি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে আর হেপাজতে নিতে চায় না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েও তা সোমবার প্রত্যাহার করে নেয় তারা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, তাদের হাতে নতুন কিছু তথ্য এসেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে জেরা করতে চেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। কিন্তু বিচারক সোমবার শুনানির সময় প্রশ্ন তোলেন, কেন জেলে গিয়ে সন্দীপকে জেরা করতে পারবে না সিবিআই? অভিযুক্ত যে সহযোগিতা করবেন না, তা এখনই কী করে বলে দিতে পারছেন তদন্তকারীরা? বিচারকের এই প্রশ্ন শুনেই সন্দীপকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শেষ পর্যন্ত বিচারককে তারা জানায়, জেলে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেই সংক্রান্ত আবেদনও জানানো হয়। বিচারক জানান, আবেদন করার সময় এই ধরনের ভুল যাতে আর না হয়। অন্যদিকে, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী দাবি করেন, যে হেতু সিবিআই তাঁর মক্কেলকে হেপাজতে নিতে নতুন করে আবেদন করেনি, তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।

সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিয়ালদহ আদালতে হাজির করানো হয় সন্দীপ এবং অভিজিৎকে। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। অভিযুক্ত সন্দীপের আইনজীবী সোমবার দাবি করেন, এর আগে তাঁর মক্কেলকে সিবিআই নিজেদের হেপাজতে নিলেও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। আদালত অনুমতি দিয়েছিল যে, সন্দীপকে যখন সিবিআই জেরা করবে, তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু সন্দীপের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলকে সিবিআই হেপাজতে নেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁকে ডাকাই হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, তা হলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে জেরা করা হল কখন? তিনি এ-ও দাবি করেন যে, সন্দীপের কোনও বয়ানই রেকর্ড করা হয়নি।

এর পরেই সন্দীপ যে বয়ান দিয়েছেন, তা দেখতে চান বিচারক। সিবিআইয়ের আইনজীবী কেস ডায়েরি দেখতে থাকেন। কিন্তু বয়ান কোথায় রয়েছে, তা দেখাতে পারেনি তিনি। বিচারক প্রশ্ন করেন, জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ থাকলেও কেন সন্দীপকে নিজেদের হেপাজতে চাইছে সিবিআই। জেল হেপাজতে গিয়েও জেরা করা সম্ভব। বিচারকের কথায়, ‘আপনারা আবার পুলিশি হেপাজতে চাইতে পারেন। কিন্তু জেলে গিয়েও প্রশ্ন করা সম্ভব।’ বিচারক এ-ও জানান, সন্দীপ যে জেরার সময় সহযোগিতা করবেন না, তা কী ভাবে বলতে

এরপর দুয়ের পাতায়

‘দাদাসাহেব ফালকে’ পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় সিনেমায় অনবদ্য অবদান। জাতীয় পুরস্কার, পদ্মসম্মানে ভূষিত হয়েছেন বহু আগেই। অর্ধ শতাব্দীজুড়ে ভারতীয় সিনেদুনিয়ায় রাজত্ব করছেন মিঠুন চক্রবর্তী। এবার সেই পাঁচ দশকের ফিল্মি কেরিয়ারের জন্য ‘দাদাসাহেব ফালকে’ পাচ্ছেন মহাগুরু।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে অশ্বিনী বৈষ্ণ এক্স হ্যান্ডলে এই সুখবর শেয়ার করে লিখেছেন, ‘মিঠুন দা’র অসাধারণ সিনেম্যাটিক সফর সব প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। কিংবদন্তি অভিনেতাকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিলেকশন জুরি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মিঠুনজি’র অসামান্য অবদান রয়েছে।’ ৮ অক্টোবর ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মিঠুন চক্রবর্তীকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। খবর প্রকাশ্যে আসার পরই মহাগুরুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তবে মনে করিয়ে দেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কথাও। ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘দাদাসাহেব ফালকে মিঠুন চক্রবর্তী। শিল্পী মিঠুনদাকে

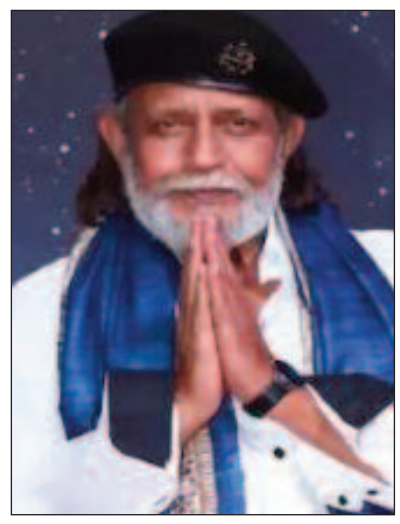

অভিনন্দন। শুধু অনুরোধ, দীর্ঘ উপেক্ষার পর আপনার পদ্মশ্রীর জন্য প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চিঠি ও চেষ্টার দিনগুলো এবং সেইসঙ্গে মমতাদির আপনাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে স্বীকৃতিদান ভুলে যাবেন না।’

মিঠুন চক্রবর্তীকে এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। লেখেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে শ্রী মিঠুন

শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

চক্রবর্তীজি ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একজন সাংস্কৃতিক আইকন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য সবপ্রজন্মের কাছে প্রশংসিত। আপনাকে অসংখ্য অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।’ মহাগুরুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন টলিউড তারকারাও। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, মমতাশঙ্কর, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ohid Mondal ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পিতা Oyajabakas Mondal ও W. B. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৪৮৯৬ নং এফিডেভিট বলে Parimal Malick S/o. Biswanath Malick ও Parimal Mallick S/o. B. N. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Bijay Hazra S/o. Bhutnath Hazra ও Bijoy Krishna Hazra, Bijay Hajra S/o. B. N. Hazra, Bhutnath Hajra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার ১৪ই আশ্বিন। চতুর্দশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হব।

(প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ নীলরতন সরকারের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৯২ নং এফিডেভিট বলে Lakshmikanta Pal ও Laxmi Kanta Paul S/o. Ajit Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৬১ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Khamaru S/o. Ramapada Khamaru ও Pradip Khamaru S/o. R. Khamaru সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৪৭ নং এফিডেভিট বলে Jafor Mallick S/o. Rostam Ali Mallick ও Dr Jafor Mullick S/o. Lt. Rostom Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nitya Charan Bera S/o. Sudhir Chandra Bera R/o. Andulia, Vtc Mecheda, Mecheda, Kolaghat, Purba Medinipur, Pin-721137, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্ত্রী Parbati Bhowmik Bera ও Parbati Bera W/o. Nitya Charan Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১২১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashim Samanta (old name) S/o. Gopal Chandra Samanta R/o. Anandanagar Biswaspara, P.S. Singur, Dist. Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashim Gopal Samanta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ashim Samanta & Ashim Gopal Samanta S/o. Gopal Chandra Samanta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Jabbar Mallick (old name) S/o. Ayaziddin Mallick R/o. Bondar, Krishnanagar, Jangipara, Hooghly-712404, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Jabbar Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jabbar Mallick & Abdul Jabbar Mallick S/o. Ayaziddin Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Meharaj Mallick.

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Pijush Kanti Adhikary S/o. Niranjan Adhikary ও Pijush Adhikary S/o. N. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Golam Kibriya S/o. Abdul Kibriya ও Golam Kibria S/o. A. Karim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

বাসা সেখ ওরফে মহঃ বাসু সেখ ওরফে বামন সেখ, পিতা- মৃত ফকির সেখ, একই ব্যক্তি। সাং আনন্দবাস, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। Krishnagar 1st class exicutive magistrate এর affidavite no 11308 Date 20/09/2024

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সেখ আলিম পিতা সেখ ইউসুফ সাকিম ও পোঃ বারুল, থানা গুড়াপ, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৪, বিগত ইং 22/03/2023 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2467/2023 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**সেখ সাহিল** পিতা সেখ আলিম সাকিম ও পোঃ বারুল, থানা গুড়াপ, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 01/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-6010/2023 নং দলিল মূলে **১)সামসুন নাহার** স্বামী সেখ জালাল হালদার, সাকিম পান্ডুয়া বোসপাড়া, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ ও **২) সরফরাজ সেখ** পিতা মরহুম নূর মহম্মদ সাকিম ৩৩৪ ওয়ালট্যাক্স রোড, পোঃ চেন্নাই, থানা তিরুপুর, জেলা চেন্নাই, রাজ্য তামিলনাডু, পিন ৬০০০০১, মহাশয়া/ মহাশয় দ্বয়কে ২৭.২৫ শতক, বিক্রয় করি।

তপশীল : জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা হরাল, ৭১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ৪২২০ নং কৃঃ খতিয়ানে, ১)হাল ২৬৫১ নং দাগে ০.৬৬৬৬৬৭ শতক , ২)হাল ২৬৫৮ নং দাগে ০.৬৬৬৬৬৭ শতক , ৩)হাল ২৬৬১ নং দাগে ৪.৩৩৩৩৩ শতক , ৪)হাল ২৬৬৩ নং দাগে ৭.১৬৬৬৭ শতক , ৫)হাল ২৬৯২ নং দাগে ১.৮৩৩৩৩ শতক , ৬)হাল ২৬৯৩ নং দাগে ০.২ শতক , ৭)হাল ২৬৯৪ নং দাগে ৩.৮৩৩৩৩ শতক , ৮)হাল ২৬৯৮ নং দাগে ২.৮৩৩৩৩ শতক , ৯)হাল ২৭০০ নং দাগে ২.৫ শতক , ১০)হাল ৪৮৮৩ নং দাগে ১.৪১৬৬৭ শতক , একুনে ১০টি দাগে মোট ২৭.২৫ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সামসুন নাহার** স্বামী সেখ জালাল হালদার ও **২) সরফরাজ সেখ** পিতা মরহুম নূর মহম্মদ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

দেবাশীষ দত্ত
সেখ সাহিল

Lost & Found

I, **Tabassum Gulnar** D/o Nasim Ahmed, R/o H. No. 14, Shibpur Bye Lane, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., have lost my original **Class-X ICSE Board Result Certificate (Roll No. 1245385/004, Regd. No. 8125246) and Transfer Certificate** which declared vide affidavit No. 3050 dated 30/09/2024 before Notary Public, Sadar, Hooghly, and **G.D.E. No. 580 dated 25.09.2024** lodged at Mogra P.S. I seek to obtain replacement documents from the relevant authorities.

PUBLIC NOTICE

I, Arnab Bandyopadhyay, Son of Late Deb Kumar Bandyopadhyay, of 3/3K/1D, Gupta Lane, Sinthee, Kolkata - 700 050, West Bengal. By virtue of Affidavit dated 25-09-2024 have declared that in Voter Id Card my name has been recorded as "Arnab Banerjee". "Arnab Bandyopadhyay" & "Arnab Banerjee" is the same identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

গত 26/09/24 নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 996 নং এফিডেভিট বলে আমি **শ্রীমতী দীপা দাস** স্বামী শ্রী দীনেশ দাস সাকিম ২৮৬/৩ শিবপুর নিউপার্ক, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমাদের পুত্র **সঞ্জীব দাস** আমার ও আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহিত এতই দুর্ব্যবহার করিতেছে যে, আমরা তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। ভবিষ্যতে আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর তাহার আর কোন অধিকার রহিল না বা থাকিবে না। আমরা তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছি ও তাহার সকল কুকর্মের দ্বায়ভার বহন করিতে বাধ্য নই।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সদানন্দ নন্দী পিতা ৺ভোলানাথ নন্দী সাকিম বিষ্ণুচরণ মুখার্জী রোড, পোঃ ত্রিবেনী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, বিগত ইং 14/06/2022 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর- I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7401/2022 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**দেবাশীষ দত্ত** পিতা তড়িৎ কুমার দত্ত সাকিম খন্যান, পোঃ ইটাচুনা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 28/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2250/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী শীলা সাউ**, স্বামী সঞ্জয় সাউ সাকিম হাউজিং কলোনী, পোঃ রাউরকেল্লা-১৬, থানা রাউরকেল্লা, জেলা সুন্দরগড়,(উড়িষ্যা), পিন ৭৬৯০১৬ মহাশয়াকে ৪.৪৩ শতক, বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আলিখোজা, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, ১৬৫২ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ৭৯১ নং দাগে শুনা জমি ৪১ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ৪.৪৩ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী শীলা সাউ, স্বামী সঞ্জয় সাউ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহার কেশ নং MN/2024/0601/9435. ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-দেবাশীষ দত্ত (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী নিম্ন বিজ্ঞপ্তি আপনার প্রত্রিকায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১) মোহঃ ওয়াজিরুদ্দিন ২) মোহঃ নজিরুদ্দিন এবং ওয়ারিশ সূত্রে ৩) মোহঃ রাজিব ৪)ফরিদা রহমান গত ইং 05/12/2023 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত A.D.S.R Lalbagh অফিসে I-6250 নং POWER OF ATTORNEY মূলে ১) জুলফিকর আলি, পিতা- আকসার আলী সাং গুথিয়া ২)হাবিব সেখ পিতা হাবুল সেখ সাং মতিঝিল লালবাগ, তাহাদেরকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে তাহারা গত ইং 22/05/2024 তারিখে 2771/2024 নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে ১)মোফাসসের হোসেন, পিতা সাইদ সেখ, ২)হেনা খাতুন স্বামী মোফাসসের হোসেন উভয়ের সাং উপরডিহা মহাশয়ের হস্তান্তর করেন। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O, Lalbagh অফিসে যোগাযোগ করুন। তপশীল থানা জেলা মুর্শিদাবাদ সাব রেজিষ্ট্রী অফিস লালবাগ, তোজি- 09, মৌজা-46 নং হারামতিঝিল, খতিয়ান নং 1676, 1677, 1679, দাগ নং 80, পরিমান 3.009 শতক।

Court Notice

In the Court of Ld. 5th Additional District Judge, Paschim Medinipur

Ref. : Mat Suit Case No.- 186/2021

Kanika Saha ... Petitioner
Vs
Kanu Saha ... Respondent

NOTICE

This is for the information of all concerned that **Kanika Saha**, wife of Kanu Saha, married daughter of Late Kalindra Chandra Das, presently residing at Vill : Bhawanipur (Matpara), under municipality Ward No. 6, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), Dist: Paschim Medinipur, PIN-721301, has filed a Matrimonial Suit Case being No. **186/2021**, Under Section 13 of Hindu Marriage Act, 1955 before the Ld. 5th Additional District Judge, Court Paschim Medinipur for grant of Divorce in respect against the Respondent **Kanu Saha** Son of Late Jagbandu Saha, resident of Bhawanipur (near Mamtaj Pukurpar), under municipality Ward No. 6, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), Dist: Paschim Medinipur, PIN-721301. That the next fixed date of hearing of the case has been fixed on **26-11-2024.** The respondent namely Kanu Saha may appear before the Ld. Court in person or through an Advocate to submit his version ID, the matter will be heard Ex-party.

By Order /-
Smt. Niludita Mukherjee Majumdar
Bench Clerk
Ld. 5th Additional District Judge, Court, Paschim Medinipur

DECLARATION

I Subrata Kumar Shaw son of Arup Shaw Residing at C/113, Barhmapur More PO-Barhmapur, PS- Bansdroni, Kolkata - 700096, Henceforth be known as Subrata Shaw. As declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore Court Kolkata West Bengal vide Affidavit No. A187/ 2024. Dated 30.09.2024. Subrata Kumar Shaw and Subrata Shaw same and Identical Person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী পিন্টু দত্ত পিতা শ্রী কৃষ্ণপদ দত্ত, গ্রাম : বনবলিয়া,পো : হাবড়া, থানা : অশোকনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১১২১৭- ২০০০ সালের, ২৬.০১.২০২৪ তারিখে শুভ বিগলন এবং এরূপভাবে অফিসের নিকট থেকে ১২.৩০ নাগাদ হারিয়ে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি অশোকনগর থানায় উল্লেখ ডিডি নং ১১৪৩ -২৮.০৯.২০২৪ তারিখে দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তির উক্ত দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি বা খুঁজে পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান, ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন,
কলকাতা : ৭০০০১৪,
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
ই-মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

AFFIDAVIT

IN THE COURT OF THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS) AT NABADWIP, NADIA.

I, **Dipankar Das,** S/o. Jyotirmoy Das, aged about- 38 years, by faith- Hindu, by Occupation- Driver, residing at Vill. Panshila, P.O. Joania-Bhaluka, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin- 741317, do hereby solemnly affirm and declare as follows:- 1. That I am a citizen of India by birth. 2. That I am known and recognized as **Dipankar Das, S/o. Jyotirmoy Das** and accordingly my said name has been properly recorded in my Aadhaar Card being No. **4162 8598 4504**, in my Voter Identity Card being No. **JCZ2269918** as well as in my **Driving License being ID. NO. WB-5120130028855**, issued by Government of West Bengal. But due to mistake my name in the online portal of said Driving Licence, wherein my father's name has been inserted in place of my name. 3. **That now it is required to be rectified my name by inserting in the said online portal of said Driving Licence as Dipankar Das by deleting the name Jyotirmoy Das, by the concerned authority.**
That the above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Dipankar Das
Deponent

Identified by me
Ranjan Biswas (Advocate F/226/2012)
Solemnly affirmed before me on this 23rd day of September, 2024.
Sd/- Judicial Magiste
1st Class, Nabadwip, Nadia

আমমোক্তারনামা

লিখিতং - শ্রী প্রলয় দত্ত, পিতা - মৃত প্রশান্ত দত্ত, সাং বিষ্ণুপুর, পোঃ-পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা নদীয়া দীগরের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী 02/08/2021 তারিখে চাকদহ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের IV নং বহির 1303-2021 নং সিডি ভল্যুমের 2535 নং পাতা হইতে 2554 নং পাতায় নকলকৃত 116 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে অর্থাৎ শ্রী অলোক দত্ত মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের তপশীল জেলা-নদীয়া, 151 নং পূর্ববিষ্ণুপুর মৌজার এল.আর 3093, 3094 ও 3012 নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর.এস ও এল.আর 41 নং দাগে 7.55 শতক জমি আমমোক্তার জমি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন। শ্রী প্রলয় দত্ত, সাং বিষ্ণুপুর, জেলা-নদীয়া

প্রসেনজিৎ সরকার, দলিল লেখক, কল্যাণী এ. ডি.এস.আর অফিস, নদীয়, লাঃ নং ১৩৪৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রীমত্যা চঞ্চলা মাল, স্বামী- ৺ জন্মেঞ্জয় মাল, ২) শ্রীমতী জয়শ্রী গিরি, পিতা- ৺ জন্মেঞ্জয় মাল, স্বামী- রাজীব গিরি এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বিবেক কুমার গোপ, পিতা- ৺ ভীম গোপ মহাশয়কে মৌজা- শঙ্করাচক J.L. No- 333, দাগ নং- ৬৬১, ৬৪৮, ৬৪০, ৪৭৩, ৮৯১, ৮৯৩, ৫৫০ মৌজা- রাজগ্রাম, J.L. No-196 মধ্যে সাবেক দাগ- ৪৯, হাল দাগ-৫৪, এর মধ্যে ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে I-8718 নং আমমোক্তা অনুসারে এবং মৌজা- শংকরাচক J.L No- 333 মধ্যে দাগ-৫৪০, ৬৪৫, ৬৫৪, ৬৪২, ৭১৪, ৪৭৯, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৯৬, ৫৫৩, ৪৯৯, ৪৯৮, ৪৬৭, ৫৪৩, ৫৪৪, ৪৯২, মৌজা খিদিরপুর J.L No- 140 মধ্যে সাবেক দাগ ৮৫২/৮৮২, হাল দাগ- ১০৫৬, সাবেক দাগ- ৮৫০, হাল দাগ- ১০৫১, সাবেক দাগ- ৮৫৩, হাল দাগ- ১০৫৭, মৌজা- দেবলপুর, J.L. No- 190, মধ্যে আর.এস- ১৫৩ এল.আর- ১৬৯ আর.এস- ১৮৫, এল.আর-২০৫ আর.এস- ১৯১, এল.আর- ২১৪, আর.এস- ২০১, এল.আর- ৩২ মধ্যে ০৯/০৩/২০২৩ তারিখে I-1975 এর আমমোক্তার অনুসারে বিক্রি করার অনুমতি দেয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারো কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M- 9733806771

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, ক্রেতা ডাইনাস্ক রিয়েলটি এল.এল.পি (পার্টনার- আলমগীর ফকির) সাং- ভি ৯০/এ, এস.এ.ফারুকি রোড, কলকাতা- ৭০০০১৮, ইউসুফ মিদ্দে, পিতা- তৈয়েব আলি মিদ্দে ইহার পক্ষে নিযুক্ত দাউদ মিদ্দে এর নিকট হইতে ADSR ডোমজুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 404975/23 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা, থানা- ডোমজুর, মৌজা- কোলড়া, জে.এল-২০, হাল-৬১১১ নম্বর খতিয়ানে। সাবেক ৪৮১৫ নং দাগের হাল ৪৮৬৮ নম্বর দাগে ২.১৭ শতক সম্পত্তি 302259/24 নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL & LRO DOMJUR অফিসের নিকট আপীল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে। মিউটেশন কেস নম্বর MN/2424/0501/11146

Aloke Kumar Bhattacharya
Advocate
Judges' Court, Howrah

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধানকে জানানো যাইতেছে যে ১) অর্চনা বেরা, স্বামী-৺ নারায়ন বেরা, ২) খোকন বেরা, ৩) মধুসূদন বেরা, ৪) সুদর্শন বেরা সকলের পিতা-৺ নিরেন্দ্র নাথ বেরা এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তর শ্রী রাহুল সিং, পিতা- জয়হরি সিং মহাশয়কে মৌজা কৌশল্যা J.L.- 311, R.S. Plot No- 75, L.R. Plot No. 575/683 এর মধ্যে I-1395/2023, নং আমমোক্তর অনুসারে ১৭/০২/২০২৩ তারিখে বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দেয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারও কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M- 9733806771

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধানকে জানানো যাইতেছে যে শ্রীমতী লক্ষীরানী গিরি @ লক্ষীবালা গিরি স্বামী- বঙ্কিম বিহারি গিরি পিতা গবর্ধন বারিকে এর পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তর শ্রীমতী নিতু পন্ডা স্বামী- সাদেয় পন্ডা, পিতা- অশোক শর্মা মহাশয়কে খিদিরপুর মৌজায় আর.এস. দাগ নং- ৩৮৪ এল.আর দাগ নং- ৪৯৬ এর মধ্যে ০১/১১/২০২৩ তারিখে ৮৭০৪ আমোক্তার অনুসারে বিক্রি করিতে অনুমতি দেয় এতে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে যানাইতে অনুরোধ করা হইতেচে নতুবা তাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M- 9733806771

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেকশন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সবুজসাথীতে ১২ লক্ষের বেশি সাইকেল বিলির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার পুজোর পরেই সবুজসাথী প্রকল্পের দশম দফায় ১২ লক্ষের বেশি সাইকেল বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সাইকেল কারা কারা পাবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলে স্কুলে গিয়ে যাচাই পর্ব চলছে। সাইকেল বিলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে বলে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। এবার যাচাই পর্বে তালিকা থেকে লক্ষাধিক নাম বাদ পড়েছে। জানা গেছে, বাংলার শিক্ষা পোর্টাল থেকে নবম শ্রেণিতে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের নাম যাচাই করে তালিকা তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই তালিকা স্কুলে স্কুলে গিয়ে যাচাইয়ের সময়ে বেশকিছু গড়মিল ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বাংলার শিক্ষা পোর্টালে নাম থাকলেও স্কুলে সেই পড়ুয়ার কোনও অস্তিত্ব নেই। সেই সূত্রেই, এবারে নাম যাচাই প্রক্রিয়ায় লক্ষাধিক নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাদ পড়েছে ১০ হাজার জনের বেশি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সে সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। পূর্ব বর্ধমানে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার পড়ুয়ার নাম বাদ গেছে। পোর্টালে শুরুতে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৪৫জন পড়ুয়ার নাম ছিল। যাচাইয়ের পর সেই সংখ্যা হয়েছে ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার। এভাবে বহু নাম বাদ যাওয়ার পাশাপাশি অনেক স্কুলে নবম শ্রেণিতে নতুন করে প্রায় দেড় লক্ষ পড়ুয়ার নাম নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১২ লক্ষ ৭ হাজার ৭৮৩ জন সাইকেল প্রাপকের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুজোর পরেই সবুজসাথি প্রকল্পের আওতায় তাদের নতুন সাইকেল দেওয়া হবে।

১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির ছাড়পত্র রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রথম রাজ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বৈঠকের শেষে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি তৈরির জন্য গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হবে। সেই টেন্ডারে যেসব সংস্থা সাড়া দেবে তাদের মধ্যে থেকেই উপযুক্ত সংস্থাকে বেছে নিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হবে। রাজ্যে বর্তমানে ছয়টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এবার তার বেড়ে হতে চলেছে ৮। এছাড়া সাগরদিঘিতে পূর্ব ভারতের প্রথম সুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর কাজ শেষের পথে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানিয়েছেন। যার প্রকল্প ব্যায় ৪, ৫৬৭ কোটি টাকা। তিনি বলেন ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ওই প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অল্প কয়লা খরচে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের জামুরিয়ায় শ্যাম সেল এন্ড পাওয়ার সংস্থাকে দুই লপ্তে মোট ৭২ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

সম্প্রতি শিশু কিশোর আকাদেমি আয়োজিত তমলুক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় প্রায় দেড়শোরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন তমলুক মহকুমা শাসক দিব্যেন্দু মজুমদার, তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়, জেলা তথ য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক প্রমুখ। এই প্রতিযোগিতায় ক ও খ বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ক-বিভাগের প্রথম স্থান অর্জনকারীর নাম মন্দ্রিতা মান্না।

ছবি: তমলুক পিক

অনলাইনে বাংলার হস্তশিল্প সমগ্রী বিক্রিতে উদ্যোগী রাজ্য: রাজ্যের গ্রামীণ শিল্পীদের বানানো বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী এবার দেশ বিদেশের যেকোনও জায়গা থেকে অনলাইনে কেনাকাটা করা যাবে। সৃষ্টিশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের জনপ্রিয় হস্তশিল্প গুলির বিপণন, প্যাকেজিং ও বাজারজাত করণের নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য পেশাদার সংস্থার সহায়তায় নেওয়া হবে। পেশাদার সংস্থাকে দিয়েই ধনেখালি তাঁত এবং জামদানি-সহ বাংলার লোকশিল্পীদের বানানো মোট সাত ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রীকে নতুন মোড়কে বাজারে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনলাইন বিপণন ছাড়াও দেশ-বিদেশের বড় বড় বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনে সৃষ্টিশ্রীর আউটলেট খোলা হবে। সেখানে এই সব পণ্যের প্রদর্শনী ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন জুনিয়র চিকিৎসকরা

প্রথম পাতার পর

এবং তাদের দাবি পূরণের জন্য সব রকমের পদক্ষেপ নিয়েছে। হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে জুনিয়র ডাক্তাররা যে আদৌ সন্তুষ্ট নয় সে কথা উল্লেখ করলে মুখ্যসচিব বলেন, এ ধরনের কাজে কিছুটা সময় লাগে। তবে সব জায়গাতেই কাজ চলছে। কোথাও ৩০ শতাংশ আবার কোথাও ৭০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। সরকার তৎপর রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছেন। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা যাতে যথাযথ পরিষেবা দেন সেজন্য আরও একবার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

বিচারকের প্রশ্নে সন্দীপকে ফের হেপাজতে চেয়েও আর্জি প্রত্যাহার

প্রথম পাতার পর

পারছে সিবিআই? সিবিআইয়ের তরফে দাবি করা হয়, জেলে ভিডিয়ো নিয়ে গিয়ে জেরা করার জন্য অনেকরকম ব্যবস্থা করতে হয়। বিচারক তা মানেননি। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট তো জানতে চাইতে পারে যে, কেন সন্দীপের পুলিশ হেপাজতের প্রয়োজন পড়ল?' সিবিআই সন্দীপকে হেপাজতে নেওয়ার পিটিশন প্রত্যাহার করে নেয়। বিচারক জানান, তাঁরা জেলে গিয়ে সন্দীপকে জেরা করতে চাইলে তা-ও বিবেচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত জেলে গিয়ে সন্দীপকে জেরার আবেদন জানিয়েছে সিবিআই।

অভিজিতের আইনজীবী সোমবার আদালতে দাবি করেন, এর আগে তাঁর মক্কেলের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে ফিরিয়ে নিয়েছে সিবিআই। টালা থানার প্রাক্তন ওসির জেল হেপাজতও চায়নি তারা। তা হলে তাঁর মক্কেলকে জামিন দেওয়া হোক। অভিজিতের আইনজীবী দাবি করেছেন, যে হেতু সিবিআই তাঁকে হেপাজতে নিতে নতুন করে আবেদন করেনি, তাই তাঁর মক্কেল জামিনের আবেদন করলে পেতে পারেন। তার পরেই অভিজিতের জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১ অক্টোবর ২০২৪ ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার

মঙ্গলে কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিলের ডাক ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছেন ডাক্তাররা। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দিয়েছে খোদ কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে নির্দেশ, মিছিলে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, চিকিৎসকদের তরফ থেকে ওই মিছিলের আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতে। এদিকে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, মিছিলে কতজন অংশ নিচ্ছেন, সেই সংখ্যা স্পষ্ট করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'আমরা আমাদের সদস্যদের সংখ্যা বলতে পারি, কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি মিছিলে যোগ দেন, সেই সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।'

এরপরই রাজ্যকে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের কথা মনে করান বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'মনে করুন এই মিছিলে যদি ১০ লক্ষ সাধারণ নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন, তাহলে কী তারা প্রতিবাদ জানাতে পারবেন না? এটা তো তাদের সাংবিধানিক অধিকার।' পাশাপাশি রাজ্যকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'যে এলাকায় ১৪৪ ধারা নেই, সেখানে যদি সাধারণ মানুষ বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন, তাহলে রাজ্য কী ট্রাফিকের কারণ দেখিয়ে প্রতিবাদে বাধা দিতে পারে?' উত্তরে রাজ্য জানায়, 'নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজ্যের হাতে আছে।' এরপরই পুজোর সময় শহরে জনতার ঢলের কথা উল্লেখ করতে দেখা যায় বিচারপতিকে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের উদ্দেশে এদিন বিচারপতি বলেন, 'আমি এবং আপনি দুজনেই এখানে ছোটবেলা থেকে আছি। দুর্গাপুজোর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামেন। ৪৫-৫০ বছর ধরে পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে সবটা নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করুক, পুলিশও নিয়ন্ত্রণ করুক।' পাশাপাশি রাজ্যকে বিচারপতি বলেন, 'গোটা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে দিন, তাহলে আর কোথাও মিটিং মিছিল হবে না।' নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে, বিচারপতি বলেন, 'যাঁরা দুর্গাপুজো করেন, তাঁরা কী জানেন যে কত দর্শক আসবেন? যেমন ধরুন, সুরুচি সঙ্ঘ। গত বছর আমি গিয়েছিলাম। হাজার হাজার মানুষ যান। পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক থাকেন। পুলিশ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।'

তথ্য প্রমাণের অভাব, নির্মল মাজিকে ক্লিনচিট আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসক নির্মল মাজির বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণই দিতে পারলেন না তদন্তকারীরা। ফলে সোমবার ক্লিনচিট দেওয়া হয় এমপি-এমএলএ আদালতের তরফ থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন সশরীরে হাজিরা দেন নির্মল মাজি। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন এমপি এমএলএ আদালতের বিচারক জয়শঙ্কর রায়।

আদালত সূত্রে খবর, চিকিৎসক নির্মল মাজির বিরুদ্ধে ৪০৯ ও ৪৩৪ ধারায় মানি লন্ডারিং এবং জালিয়াতির মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১৮ সালের একটি মামলা। মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আর্থিক তছরূপের অভিযোগ ওঠে চিকিৎসক বিধায়ক নির্মল মাজির বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং তার মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি পদ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের পাবলিক ফার্ম ব্যবহার করতেন। এরই প্রেক্ষিতে বিধাননগর এমপি এমএলএ ফৌজদারি মামলাটি ২০১৮ সালে দায়ের করা হয়েছিল। আরনির্মলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন চিকিৎসক কুণাল সাহা। এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে নির্মল মাজির ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারত। এর আগে ২০১৫ সালের জুন মাসে এসএসকেএম-এর নেফ্রোলজি বিভাগে কুকুরের ডায়ালিসিস-কাণ্ডে নাম জড়ায় নির্মল মাজির। অভিযোগ ছিল, তৎকালীন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্মল মাজির এক আত্মীয়ের কুকুরের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালের ডায়ালিসিস ওয়ার্ডে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হয়েছিল।

বেআইনি নির্মাণ খতিয়ে দেখতে সন্দীপের বাড়িতে পুর প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এরপর সোমবার আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে পুরসভার প্রতিনিধি দল। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, চারপাশে কতটা জায়গা ছাড়া হয়েছিল, সমস্তটা খ তিয়ে দেখেন তাঁরা।

এর পাশাপাশি আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরির অভিযোগ। কলকাতা পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে সন্দীপ ঘোষের একটি বাড়ি রয়েছে। অভিযোগ, নিয়ম না মেনে ওই বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই সন্দীপের এক প্রতিবেশী কলকাতা পুরসভার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ করেন, চার পাশে ৪ ফুট করে জায়গা না ছেড়ে বাড়ি করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে নোটিস দেয় কলকাতা পুরসভা। জানানো হয় ৩০ সেপ্টেম্বর পরিদর্শনে যাওয়া হবে। সেই মতোই এদিন যান আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখেন সন্দীপ ঘোষের বাড়ি।

প্রসঙ্গত, গত ৮ অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় চর্চায় উঠে আসেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। বর্তমানে জেলবন্দি তিনি। এদিকে তাঁর স্ত্রী, শ্যালিকা-সহ বেশ কয়েকজনও রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে।

সাগরদত্ত পরিদর্শনে ব্যারাকপুর পুলিশ আউট পোস্টের ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে পুলিশ আউট পোস্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে চারজন অফিসার, ১৬ জন কনস্টেবল এবং ৮ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও গত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রোগীর পরিবারের লোকজনের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন কর্তব্যরত জুনিয়র চিকিৎসক এবং নার্সিং স্টাফরা। ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতি জারি রেখেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোর দিতে একজন অফিসার ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে পুলিশ আউট পোস্টে। সোমবার সদ্য নিযুক্ত ওসিকে সঙ্গে নিয়ে গোটা হাসপাতাল ক্যাম্পাস ঘুরে দেখালেন হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি জানান, 'হাসপাতালে নতুন পুলিশ আউট পোস্ট তৈরি হয়েছে। সেখানে একজন অফিসার ইনচার্জ নিযুক্ত হয়েছেন। হাসপাতালের সুরক্ষার ব্যবস্থা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল।'

প্রসঙ্গত, নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করতে প্রচুর সংখ্যক সিটিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে হাসপাতাল কম্পাউন্ডে। এপ্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপার বলেন, আগে থেকেই হাসপাতালে ২৪৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা পর আরও ৪০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর টেন্ডার হয়েছে। ক্যামেরা বসানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভবনের তরফে আরও ৩২০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর বরাত দেওয়া হয়েছে একটি সংস্থাকে। উক্ত সংস্থা কাজও শুরু করে দিয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে অবৈধ পার্কিং নিয়েও পদক্ষেপ নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পার্কিং নিয়ে হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ ও কর্মচারীদের অফিসিয়ালি পার্কিং স্টিকার দেওয়া হয়েছে।

লন্ডনে কোথায় তাঁর বাড়ি, জানতে চাইলেন মানিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে দেখা গেল তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে। সদ্য জেলমুক্ত মানিককে হাইকোর্টে বেশ কয়েক ঘণ্টা থাকতেও দেখা যায়।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ানোর পর ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন মানিক। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন মামলাকারীরা। হাইকোর্টের নির্দেশের পর ইডি গ্রেফতার করে তাঁকে। প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, লন্ডনে মানিকের বাড়ি আছে। জেলে থাকাকালীনই মানিক বলেছিলেন, লন্ডনে তাঁর বাড়ি নেই, ২টি পাসপোর্টও নেই। যদি তা থাকে, তাহলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হোক।

তবে এদিন মানিক হাইকোর্টে পৌঁছনোর পর দেখা যায় বেশ কয়েকজন আইনজীবী তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। মানিককে দেখা যায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে। ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলার সময় মানিক বলেন, 'যিনি মন্তব্য করেছিলেন তিনি তো এখন বিজেপির এমপি। তাঁর আরও অনেক সোর্স আছে। উনি একটু যদি বলে দেন, লন্ডনে আমার কোথায় বাড়ি ছিল? আর কে আমার প্রতিবেশী।'

উল্লেখ্য, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন শুনানিতে সিবিআই-কে বলেছিলেন, 'কতবার লন্ডনে গিয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য? তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন? আমি বলতে পারি। শুনবেন? লন্ডনে তাঁর বাড়ির পাশে কার বাড়ি জানেন? আমি জানি।' সেই প্রসঙ্গেই সোমবার পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেন মানিক। তিনি জানান, 'ইডি কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। বেআইনি নিয়োগ করেছি এমন একটাও প্রমাণ আনতে পারেনি ইডি। মানিক ভট্টাচার্যের আশা, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জেলবন্দি পার্থও দ্রুত মুক্তি পাবেন।'

পুজোর আবহে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে চায় বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজিকর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আরও ঝাঁঝ বাড়াতে চায় বামেরা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে পুজোতেও পথে নামার পরিকল্পনা করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সিপিএমের পাশাপাশি অন্যান্য বামদলগুলিকেও একই বৃত্তে এনে লাগাতার কর্মসূচি করা হবে বলেও দলীয় সূত্রে খবর। সঙ্গে এ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে যে, নাগরিক সমাজের নামে পতাকা ছাড়াই এই আন্দোলন হবে। পুজোতেও রাজ্যজুড়ে ধারাবাহিক প্রতিবাদের মিটিং মিছিলের পরিকল্পনা বামেদের। প্রসঙ্গত, এই পরিকল্পনার শুরু আগামী ১ অক্টোবর চিকিৎসকদের মিছিল দিয়ে। এরপর ২ অক্টোবর মহালয়ার ভোরের দখল নেওয়ার ডাকও দেওয়া হয়েছে কয়েকটি সংগঠনের তরফে। তবে গোটাটাই চলবে নাগরিক সমাজের নামে। সেই কর্মসূচিতেও বামেদের অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

নাম প্রকাশে অনিইচ্ছুক বামফ্রন্টের এক শরিক দলের নেতা এও জানান, 'উৎসবে ফেরানোর নামে আরজি কর ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর পরিকল্পনা চলছে। পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে প্রতিবাদ জারি রাখা হবে। হয় শুনানি না হয় সুনামি। এমনটাই এখন জনগণনের মেজাজ।' সূত্রের খবর অনুযায়ী, অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই একাধিক কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১ অক্টোবর চিকিৎসকদের ডাকা মিছিল রয়েছে। ২ অক্টোবর ভোরের দখল নেওয়ার ডাকও দেওয়া হয়েছে। ৩ অক্টোবর শহরে নাগরিক সমাজের নামে মিটিং মিছিল করা হবে। তবে, শুধুমাত্র শহর কলকাতাতে নয়, শহরতলিতেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই আন্দোলনের ঢেউ। ইতিমধ্যেই বারাসত থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিল করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পক্ষ থেকে। এ ছাড়াও ৭ অক্টোবর প্যালেসটাইন সংহতি দিসব পালন করা হবে বামেদের ব্যানারে।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির এক সদস্য এই প্রসঙ্গে এও জানান, 'কলকাতা পুলিশ কিংবা রাজ্য পুলিশ চাইছে মিটিং মিছিল আটকাতে। কিন্তু মানুষ নিজেদের দাবির কথা, অধিকারের কথা রাস্তায় নেমেই বলবেন। তা কেউ আটকাতে পারে না।' এর পাশাপাশি তার সংযোজন, 'আন্দোলন এর প্রকৃত অর্থ হল অবিরত। কোনও হুকুমদারি চলবে না। কোন ফর্মে হবে, কোন ফোরামে হবে সেগুলো মানুষ ঠিক করবেন। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। মানুষ বলছে হয় শুনানি হবে না হলে সুনামি হবে। চিকিৎসক, নাগরিক সমাজ, মহিলা বৃন্দ, বামপন্থী সংগঠনগুলি, অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে যেখানে পারছেন আন্দোলন করছেন। আন্দোলন করবেন। সকলে মিলে একটা সমবেত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সেই পরিকল্পনা বা আন্দোলনের বিষয় ঘোষণা করা হবে। আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ খুব শীঘ্রই আলোচনা করে সেগুলি ঘোষণা করবো।'

পুজোতে কোনও আন্দোলন চলবে কিনা প্রশ্নের জবাবে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, 'বই পড়ুন, বই পড়ান, রাজনীতিতে সচেতন হোন। শারদ উৎসবের সময় আমাদের বুক স্টল হবে। তাকে ঘিরে নানান রকম পোস্টার, ব্যানার, নাটক, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করা হবে। প্রগতিশীল সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার প্রচার প্রসার হবে। আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চাওয়া হবে।'

মেঘনা মিলে বহিরাগতদের হামলা, জখম একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এককালে শিল্পাঞ্চলের বুকে নজরকাড়া জুটমিল হিসেবে চিহ্নিত ছিল জগদ্দলের মেঘনা জুটমিল। শ্রমিক অসন্তোষ ছাড়াই বহাল তবিয়তে চলতো ঘোষপাড়া রোডের ওপর অবস্থিত অতি প্রাচীন এই মেঘনা জুটমিল। বাম-ডান রাজনৈতিক দলের ডাকা বনধের কোনও প্রভাবই পড়তো না এই মিলে। স্বভাবত মেঘনা জুটমিলের শ্রমিকরা বেজায় খুশিতে কাজ করতেন। সম্প্রতি বহিরাগতরা মিলের ভেতরে ঢুকে ঠিকাদারিরাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বহিরাগতদের আনাগোনায় বেজায় ক্ষুব্ধ মেঘনা জুটমিলের শ্রমিকরা। সোমবার সকালে মিলের ভেতরে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। যদিও হামলাকারীরা কেউ মিলের ঠিকাদার বা শ্রমিক নন বলেই সূত্রে খবর। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মেঘনা জুটমিলে। র‌্যাফ-সহ জগদ্দল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। জানা গিয়েছে, জুটমিলে হামলার ঘটনায় ঠিকাদার সঞ্জয় যাদব, শ্রমিক নেতা সঞ্জয় সিং, তাঁর ভাই প্রমোদ সিং, গুড্ডু সিং-সহ মোট সাত-আটজন জখম হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সঞ্জয় যাদব, সঞ্জয় সিং ও প্রমোদ সিংয়ের আঘাত গুরুতর। আক্রান্ত ঠিকাদার সঞ্জয় যাদবের অভিযোগ, একমাস ধরে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁর কাছে তোলা চাওয়া হচ্ছে। বহিরাগতরা মিলে ঢুকে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তদন্তের জন্য এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মিলে পুলিশের আসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই হামলা চালানো হল। আক্রান্ত ঠিকাদার জানান, এদিন সকাল আটটা নাগাদ তিনি মিলে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সাংসদ ঘনিষ্ঠ সৌরভ সিং, তাঁর দাদা চানকে সিং বহিরাগতদের নিয়ে অতর্কিতে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এদিকে হামলার খবর পেয়ে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছন বিজেপি সমর্থিত শ্রমিক নেতা সঞ্জয় সিং। হাজির হতেই সৌরভ সিংয়ের দলবল তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত সঞ্জয় সিংয়ের অভিযোগ, ওই জুটমিলে ঠিকাদারদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের প্রতিবাদ করায় এই হামলা। তিনি জানান, হামলায় সাত-আটজন আহত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, যারা মিলে ঢুকে হামলা চালালো পুলিশ প্রহরায় তাদেরকে মিলের বাইরে বের করে দেওয়া হল। এই তো বাংলার পুলিশের অবস্থা।

অনুমতির জটে আটকে রানাঘাটের ১১২ ফুটের প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রানাঘাটের ১১২ ফুটের দুর্গা প্রতিমা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। কারণ, পুজো করার অনুমতি মেলেনি। জেলাশাসকও পুজো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে মূর্তি তৈরিও হয়ে গিয়েছে অনেকটা। এরই মধ্যে পুজো বন্ধ করার নির্দেশ আসায় হতাশ সবাই। এবার সেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

সোমবার এই পুজো সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জেলাশাসককে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে খবর। এদিকে ১২ ফুটের সরু রাস্তা দিয়ে দর্শক ঢুকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে বলে পুজোর অনুমোদন বাতিল করে প্রশাসন। এবার আদালতের নির্দেশে সেই রাস্তা দিয়ে না ঢুকে দূর থেকে ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করা যায় কি না তা পুজো উদ্যোক্তাদের বিবেচনা করার কথা বলেন বিচারপতি। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিনের এই নির্দেশের ফলে নদিয়ার জেলাশাসককে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেয় আদালত।

রানাঘাট শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে কামালপুরে এই মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। পুজোর মূল আয়োজক কামালপুর অভিযান সংঘ হলেও এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রায় ২৫টি ক্লাব। ওই ক্লাবের পুজো এবার ৫৫ বছরে পা রাখছে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছে পাশাপাশি প্রায় ২০টি গ্রাম। এরফলে ইউনেস্কো ও গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড থেকে প্রতিনিধি আসার কথা। তবে আদালতে মামলা হওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, '১১২ ফুট কেউ প্রতিমা করবে, তাতে কেউ স্ট্যাম্পেড হয়ে গেলে দায়িত্ব কে নেবে?' এরপরই পুজো করা নিয়ে শুরু হয় সমস্যা।

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহ একটা বড় সময় জুড়ে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তবে এবার শরতের চেনা ছন্দে ফিরতে চলেছে আবহাওয়া, অন্তত এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার থেকে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কয়েকটি জায়গায় দু-এক পশলা হালাকা বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পাহাড়ে। বেড়ে গিয়েছিল তিস্তা-সহ একাধিক নদীর জলস্তর। আপাতত দুর্যোগ কেটে গিয়েছে। এদিকে বুধবার মহালয়া। এরই সঙ্গে পিতৃপক্ষের শেষ হয়ে দেবীপক্ষের শুরু। সেদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকবে বলেই আশাবাদী আবহবিদেরা।

দুর্গাপুজোয় মেট্রোর ব্লু লাইনে নয়া নির্ঘণ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে নয়া নির্ঘণ্ট সামনে আনল কলকাতা মেট্রো। সেখানে ঠাকুর দেখার জন্য ব্লু-লাইনে বেশ কিছু বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর এই পরিবর্তন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। যেখানে অষ্টমী ও নবমীতে রাতভর চলবে মেট্রো। মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার্থে চতুর্থী বং পঞ্চমীতে সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে ২৮৮ টি পরিষেবা চালাবে কলকাতা মেট্রো। যার মধ্যে ১৪৪টি মেট্রো চলবে আপ লাইনে এবং ১৪৪টি ডাউন লাইনে। প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ। সকাল ৭টয় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ১০টা ২৮- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। রাত ১০টা ৩০-এ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম। মেট্রোর যাত্রীদের সুবিধার্থে ষষ্ঠীর সকাল মেট্রো পরিষেবা শুরু সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। এদিনও আপ লাইনে ১৪৪টি এবং ডাউন লাইনে ১৪৪টি মেট্রো চালানো হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এদিন মেট্রো চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। সকালে ৬টা ৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্তও। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত প্রথম মেট্রো সকাল ৭টায়। এদিন শেষ পরিষেবার তালিকায় রাত ১১টা ৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত শেষ মেট্রো মিলবে। রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলবে রাত ১২টা পর্যন্ত। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো মিলবে রাত ১২টা পর্যন্তই। সপ্তমী, অষ্টমী-নবমী মেট্রোর যাত্রীদের সুবিধার্থে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে মেট্রোর তরফ থেকে চালানো হবে ২৪৮টি পরিষেবা। বেলা ১টা থেকে শুরু হয়ে চলবে রাত ৪টে পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবা বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। বেলা ১টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। বেলা ১টায় গীতাঞ্জলি থেকে দমদম পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা)। বেলা ১টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা) বেলা ১টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। বেলা ১টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। বেলা ১টায় শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)। বেলা ১টা ০২ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা)। শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত ৩টে ৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। রাত ৩টে ৪৮ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ৪টেয় দমদম থেকে কবি সুভাষ। রাত ৪টেয় কবি সুভাষ থেকে দমদম। দশমীতে বেলা ১টা থেকে শুরু হবে মেট্রো পরিষেবা। এদিন ১৭৪টি মেট্রো পরিষেবার মধ্যে ৮৭টি চলবে আপে এবং ৮৭ চলবে ডাউনে। প্রথম পরিষেবা শুরু হবে ১২টা বেজে ৫৫ মিনিটে। চলবে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। বেলা ১টায় মেট্রো চলবে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। বেলা ১টায় চলবে গীতাঞ্জলি থেকে দমদম পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা)। বেলা ১টায় মেট্রো মিলবে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা)। বেলা ১টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। বেলা ১টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। বেলা ১টায় শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)। বেলা ১টা ০২ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (বিশেষ পরিষেবা)। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ১১টা ৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ১২টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ। রাত ১২টায় কবি সুভাষ থেকে দমদম।একাদশীতে সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে মেট্রো পরিষেবা। পরিষেবা দেওয়া হবে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে পর্যন্ত। এদিন ১৩০টি পরিষেবা দেবে মেট্রো। প্রথম পরিষেবা সকাল ৯টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৯টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ। সকাল ৯টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৯টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ৯টা ২৭ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ৯টা ২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত। মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার জন্য দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশীতে চালানো হবে ২৩৬টি পরিষেবা। শুরু হবে সকালে ৬টা ৫০ মিনিট থেকে। চলবে রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ। সকালে ৬টা ৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৭টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ।

শেষ পরিষেবা মিলবে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। রাত ৯টা ৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম।

ট্রেন উড়ছে আকাশে, চালক জিরাফ কল্পজগত নিয়ে হাজির বেলেঘাটা সন্ধানী

শুভঙ্কর রায়

বাস্তবে যা অসম্ভব, কল্পরাজ্যে সবই সম্ভব। আমরা বাস্তব, স্বপ্ন আর কল্পনার জগতে চলাচল করি। বাস্তব বড়ই কঠিন, কঠোর এবং কর্কশ। কল্পনার জগত, রুঢ় বাস্তবকে সাময়িক ভুলিয়ে দেয়। উৎসবের মূল উদ্দেশ্যও তাই। বাস্তবতার ক্ষতগুলোকে মেরামত করা। মন ওষুধের প্রলেপ লাগানো। সাময়িক বাস্তবতাকে ভুলে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে বাস্তবে ফিরে যাওয়া। কল্পনার জগতের কাজও অনেকটা তেমনই, কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে আমরা ভেসে চলি, যেখানে অসম্ভব বলে কোন শধ নেই। আমরা শিল্পী, সাহিত্যিকদের তাদের সৃষ্টিতে কল্পনার আশ্রয় নিতে দেখেছি। কল্পবিজ্ঞান ও সিনেমা জগতেও কল্পনার হাত বিস্তৃত। আমরা জানি এটা কল্প সৃষ্টি। তবুও আমরা আনন্দ পাই, মনে জিজ্ঞাসা জাগে বাস্তবে যদি এমন হতো?

এবারে দুর্গাপুজোয়, বেলেঘাটা সন্ধানীতে, শিল্পী সোমনাথ দলুই এমনই একটি কল্পনার স্টেশন তৈরি করেছেন। থিমের নাম "PLAT-FORM NO. 1/3" । শিল্পী বাস্তব চিত্রকে এক অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন শিল্পের ভাষায় এর নাম 'অধিবাস্তব'। শিল্পীর ভাষায় 'বাস্তব আর কল্পনার সংমিশ্রণে এই সৃষ্টি'। এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মকে, একটি কল্পনার প্ল্যাটফর্ম রূপে তুলে ধরা হয়েছে। একটি স্টিম ইঞ্জিন কি আকাশে উঠতে পারে? রেলের মধ্যে লোক কোথায়? সেখানে তো জিরাফের মুখ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের কামরাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে! স্টেশনে ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে, মানুষের বদলে শামুক হেটে যাচ্ছে। স্টেশনে টিকিট মাস্টার, টেলিফোন বুথ, সিগন্যাল, টাইম টেবিল, সবই যেন বড় অদ্ভুত। সেই প্ল্যাটফর্মে আবার দেবী দুর্গার পূজা চলছে। সেখানে দেবীর যেন কল্পজগতের অধিষ্ঠাত্রী। প্রতিমা শিল্পী পল্লব জানার কথায়, 'এখানে কল্প প্লাটফর্মের সঙ্গে মিল রেখেই, দেবী প্রতিমাকে সাধারণ মেয়ের মতো করেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে সেখানেও ট্যুইস্ট, তার হাত দুটো পরীর ডানার রূপ দেওয়া হয়েছে'। এবারে বেলেঘাটা সন্ধানীতে, দুর্গা পুজোয় এসে দর্শকরা, '৮ থেকে ৮০' সবাই আনন্দ পাবেন বলে ক্লাব কর্তাদের বিশ্বাস।

সম্পাদকীয়

নেতারা মুখে যুবশক্তিকে বিরাট সম্পদ বললেও তাদের সদর্থক প্রয়োগ নেই

সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উল্লেখ করেছেন যে, ২০২৩ সালে আমাদের দেশ থেকে প্রায় ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিদেশে চলে গিয়েছে উচ্চশিক্ষার জন্য। এ বছরের ২০ জুলাই পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বিদেশে গিয়েছে। ব্যাঙ্ক ঋণ সহজলভ্য হওয়ায় এই প্রবণতা বাড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্য দিকে, উচ্চশিক্ষা শেষে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই ফেলোশিপ নিয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে, দেশে উচ্চমানের গবেষণার সুযোগ না থাকায়। সমাধানের অন্যতম পথ হিসেবে উচ্চশিক্ষায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ঘটল আমাদের দেশে। কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ব্রিটেনের সাদাম্পটন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে, যাতে গুরুগ্রামে ওই ইউনিভার্সিটির একটি ক্যাম্পাস খুলতে পারে। এর আগে গুজরাতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করেছিল দু'টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন শিক্ষানীতির দৌলতে এই উদ্যোগ আরও প্রসারিত হবে এবং সমাজে বৈষম্য আরও দ্রুত বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় এবং গবেষণায় মানবসম্পদের সঙ্কোচন কিসের ইঙ্গিত করে? সহজ উত্তর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমশই পিছিয়ে যাব। বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি-র সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই তুলনায় যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির বাজার তৈরি হয়নি, ফলত উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কমে আসছে। উচ্চকিত কণ্ঠে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বলে থাকেন যে, যুব শক্তি আমাদের দেশের বিরাট সম্পদ, অথচ তার সদর্থক প্রয়োগ হচ্ছে না। সম্মুখে তাদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্বভাবতই যোগ্য ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ মিলিয়ে স্নাতক স্তরে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ স্বীকৃত আসন রয়েছে। সেন্ট্রাল পোর্টালের মাধ্যমে সেই আসন ভর্তির হার বেশ কম। অনেক বিষয়েই শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট কম অ্যাডমিশন নিয়েছে। অন্য দিকে, বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অঙ্কের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কমে আসছে। ফলে এই বিষয়গুলিতে ভবিষ্যতে শিক্ষক এবং গবেষকদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এই সঙ্কটে প্রয়োজন শিক্ষা কমিশন গঠন করা, যা ভবিষ্যৎ দিশা ঠিক করতে পরামর্শ দেবে।

শব্দবাণ-৬১

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বাসস্থানের বিবরণ ৩. বক্ষোজাত ৫. সাময়িক বিরতি, অবকাশ ৬. আগে থেকে যা বাদ বলে ধরে নেওয়া হয় ৭. এলাহাবাদ ৯. রোগগ্রস্ত, পীড়িত ১১. সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি — ফুলহার ১২. দৃষ্টিপাত, দেখা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা ২. বিবিধ ৩. যা রোগ সারায়, দাওয়াই ৪. সুপারি কাটার যন্ত্র, জাঁতি ৭. ফল ৮. হুঙ্কার, নাদ ৯. পত্রহীন ১০. লুকিয়ে থাকা বা লুকিয়ে রাখা।

সমাধান: শব্দবাণ-৬০

পাশাপাশি: ২. মাসকাবার ৩. নরকঙ্কাল ৬. কপাটিখেলা ৭. অনতিদূর।

উপর-নীচ: ১.সাংঘাতিক ২. মাইনরিটি ৪. কমলাকর ৫. লকআউট।

জন্মদিন

আজকের দিন

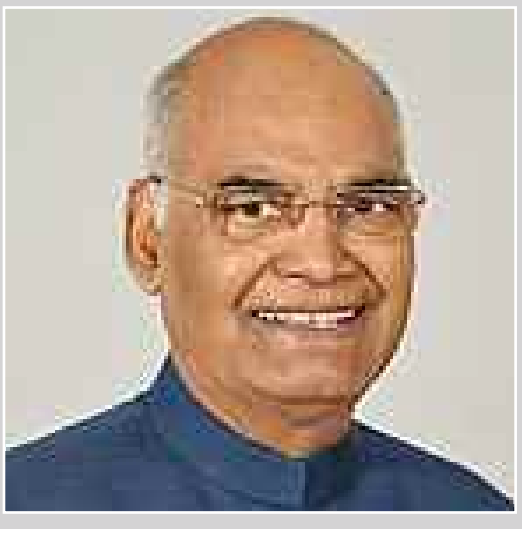

রামনাথ কোবিন্দ

১৯০৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পী শচিন দেববর্মনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহিনী সরকারের জন্মদিন।*

ফের জল ছাড়ার আশঙ্কায় গঙ্গা ও পদ্মা পাড়ের বাসিন্দারা, আগাম প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: গঙ্গা, পদ্মা পাড়ের বাসিন্দারা রবিবার রাতভর আতঙ্কে কাটালেন। বহু মানুষ নিরাপদ জায়গাতেও সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে এখনও পর্যন্ত জল ছাড়ার পরিমাণ না বাড়ানোয় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের চোখে মুখে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত ব্যারেজ থেকে ১৬.৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। ফলে গঙ্গা বা পদ্মার জলস্তর এখনও বাড়েনি। জঙ্গিপুর মহকুমা সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় সিং বলেন, গঙ্গার জলস্তর বাড়েনি। বিপদ সীমার কাছাকাছি বইছে। জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানো হলে পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাবে।

উচ্চ অববাহিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল আসায় ফরাক্কা ব্যারেজের জল ধারণ ক্ষমতা বিপদ

সীমার উপর দিকেই যাচ্ছিল। সব কটি গেট আংশিক খুলে ১৬.৬ লক্ষ কিউসেক হিসাবে জল ছাড়া হচ্ছিল। রবিবার জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি দুই জেলা (মালদা, মুর্শিদাবাদ) প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি মোকাবিলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়া দুই জেলার পুলিশ সুপাররা হাজির ছিলেন। এরপরই গঙ্গা ও পদ্মা পাড়ের আটটি ব্লকে জরুরি ভিত্তিতে সর্তকতামূলক প্রচার চালানো হয়। বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ারও অনুরোধ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

আর তার জেরেই ফরাক্কা, সুতি, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, রানিনগর, জলঙ্গি ব্লকের গঙ্গা পদ্মাপাড়ের বাসিন্দাদের চোখের ঘুম ছুটেছিল। বহু পরিবার রাত জেগে নদীর জল মেপেছেন। কিন্তু সোমবার দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। জলস্তরও বাড়েনি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবারগুলির স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনবার বিকেল থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৯.৯ লক্ষ কিউসেক করা হতে পারে। তবে এখনও তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ১৯.৯ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হলে জেলার আটটি ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। যদিও প্রশাসন সব প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলেই দাবি করা হয়েছে।

দুর্গাপুজোয় বন্ধ ডিজে বাজানো, আতশবাজিতে থাকছে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রত্যেক বছরের ন্যায় দুর্গাপুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন জারি করে গাইডলাইন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসন দুর্গাপুজোর বিশেষ গাইডলাইন জারি করেছে। বিভিন্ন জায়গায় পুজোও কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক ও শুরু হয়েছে পুলিশের।

ব্যতিক্রম নয় অন্ডাল থানাও, সোমবার অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির উদ্যোগে উখরার কমিউনিটি হলে এলাকার ১৯ টি পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক সারলেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। পুজো কমিটির কর্তাদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইবি দুর্গাপুর পিন্টু মুখার্জি ওসি অন্ডাল তন্ময় রায় এবং উখড়া ফাঁড়ির আইসি মইনুল হক। এদিরের অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিরগুলিকে দুর্গাপুজোয় কি কি গাইডলাইন মেনে চলতে হবে, সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করল প্রশাসন। পাশাপাশি আসানসোল ও দুর্গাপুরে যে পুজো ফেস্টিভ্যাল হয় তাতে কোন দুর্গাপুজো কমিটি অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে উখড়া ফাঁড়িতে গিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুর্গাপুর সাব

ডিভিশনের মধ্যে যে সকল পুজো কমিটিগুলি রয়েছে তারা দুর্গাপুরের পুজো ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে পারেন, আর রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত যে সকল পুজো কমিটির রয়েছে যারা আসানসোল সাব ডিভিশনের মধ্যে পড়েন তারা আসানসোলের দুর্গাপুজো ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে পারেন বলে জানানো হয়। এছাড়াও ডিজে বাজানো বন্ধ থাকবে, বন্ধ থাকবে আতশবাজি ফাটানো।

রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে সিউড়ি আইটিআই কলেজে সোমবার অনুষ্ঠিত হল জব ফেয়ার ও আপ্রেন্টিসশিপ মেলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ মোদক প্রমুখ।

'ডুবুরী' সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাঁকসা সাহিত্য সংস্কৃতি অ্যাকাডেমির 'ডুবুরী' সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা (২৩তম বর্ষ) প্রকাশিত হল পানাগড় বাজার মিত্র সংঘ লাইব্রেরি ভবনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানাগড় বার্তার সম্পাদক নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য, বিচারপতি কমল সরকার, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কাঁকসা সাহিত্য সংস্কৃতি অ্যাকাডেমির সভাপতি ডা তাপস কুমার ভৌমিক। অনুষ্ঠানে 'ডুবুরী' শারদ সংখ্যা- ১৪৩১ প্রকাশ করেন নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী। এছাড়াও প্রকাশিত হয় শ্রাবণী দত্ত সম্পাদিত গল্প সংকলন 'অনুভূতির অতলে' এবং 'অচিনপাখি' শারদ পত্রিকা। সারা বাংলা ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় (২০২৪) সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম-সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়- প্রণতি গায়েন এবং তৃতীয়- অঞ্জনা চক্রবর্তী। দুই বাংলার বিশিষ্ট ছড়াকার কবি তাপসময় পাল এবং এলাকার বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী বাসুদেব কোনারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিধায়কের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অনুদান পাওয়া পুজোর মণ্ডপে টাঙাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। বিধায়কের এই মন্তব্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এলাকায়। সোমবার ভাতার থানায় দুর্গাপূজো কমিটিদের পুজোর অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল। সেই মঞ্চে বিধায়ক পুজো কমিটিদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মণ্ডপে না টাঙিয়ে আপনারা আর্থিক সাহায্য নেবেন না। তার এই মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় ভাতার এলাকায়। রাজ্যে জুড়ে বহু দুর্গাপুজো কমিটি সরকারের সাহায্য নিয়ে পুজোর আয়োজন করছেন। যে সমস্ত পুজো কমিটিগুলি সরকারি আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। তাদেরকে চেক বিতরণ করা হচ্ছে থানায় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। সোমবার ভাতার থানায় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী। তিনি মঞ্চ থেকে বলেন, আমি পুজো কমিটিদের বলব আপনারা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রতিটি পুজো মণ্ডপে টাঙান। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক।

সংস্কারহীন ফেরিঘাটে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ফের প্রশ্নের মুখে নৌযাত্রী সুরক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়াতে প্রাণহীন এড়ানো গেলেও দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। সোমবার সেই চিত্র দেখাগেল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানা এলাকার মেদিয়া পুঁড়া ফেরিঘাটে। বাদুড়িয়া থানা এলাকারকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে ইছামতি নদী। ফলে ফেরিঘাটের দ্বারা যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের। অতি প্রাচীন ফেরিঘাট এই মেদিয়া পুঁড়া ফেরিঘাট। মেদিয়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এই ফেরি ঘাটের উপর নির্ভরশীল। কোনো উচ্চমাধ্যমিক স্কুল না থাকায় প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে এই ফেরিঘাটের উপরেই ভরসা করে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এই ফেরিঘাটের কোনওরূপ সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। অতি বর্ষার কারণে নদীগুলি জলে টইটুম্বুর। যার মধ্যেই সোমবার সকাল দশটা পাঁচ নাগাদ বিপত্তি ঘটে। পুঁড়াগামী একটি নৌকো তীরে গিয়ে ধাক্কা মারায় বিপত্তি ঘটে। চারটি মোটর বাইক নদীর জলের তলায় ডুবে যায়। একটি মোটরবাইকের মালিকের গেঞ্জির সঙ্গে বাইক জড়িয়ে গেলে সে জল পড়ে ডুবে যায়। কোনওরকমে বাকিদের সহযোগিতায় তার প্রাণ বাঁচে। এছাড়াও প্রায় সাত থেকে দশটা সাইকেল ও সাধারণ যাত্রী সবাই জলে পড়ে যায়। তারা কোনো রকমে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে আসে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পরে তার পরিস্থিতি সামাল দেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ শিল্পাঞ্চল মেদিয়া মূলত ইটভাটা কেন্দ্রিক এই গ্রাম। প্রতিদিনই কয়েক হাজার যাত্রী এই পথেই নদীপথে পারাপার করে। নামেই ফেরিঘাট কিন্তু যাত্রী সুরক্ষার কথা ভাবা হয় না। নেই কোনও লাইভ জ্যাকেটের ব্যবস্থা। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, পূর্বেও এই একই ঘটনা বারংবার ঘটেছে কিন্তু সেই থেকেই পুলিশ প্রশাসন উদাসীন।

'সাবেকিয়ানার সন্ধানে' প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক মাস ধরে সাবেকি চিন্তাভাবনাকে নতুনভাবে তুলে ধরার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানে। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরা নয়, কিন্তু তার বীজ টুকুকে আহরণ করে নিয়েই এগিয়ে চলা, এটাই প্রতিযোগিতার মূল ভাবনা। বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উপস্থাপনায় সাবেকিয়ানার সন্ধানে শীর্ষক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সংস্কৃতি লোক মঞ্চে।

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই সংগীত আবহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, শান্তনু কোনার, গুফরানা ইয়াসমিন, নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের মেন্টার মহঃ ইসমাইল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দেবব্রত পাল-সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক। তিনি একমাস ধরে চলা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন পাশাপাশি সহযোদ্ধা সারা বছর কি কি কাজ করে সে বিষয়েও আলোকপাত করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা সাবেকিয়ানার সন্ধানে প্রতিযোগিতা যৌক্তিকতা বিষয়ে বলেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, শান্তনু কোনার, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল প্রমুখ। প্রথম পর্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেকিয়ানার সন্ধানে ২০২৪ এর আহবায়ক বিশ্বজিৎ মল্লিক।

এদিনের অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু সচেতনতায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে সংগীত পরিবেশন করেন মণিদীপা মজুমদার। এছাড়া ডাঃ মেহবুব হাসানের পরিচালনায় কচিকাঁচারা নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। গৌতমী দাস যোগা নৃত্য পরিবেশন করেন।

দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দঃ ২৪ পরগনা: কৃষি দপ্তরে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা), দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে দক্ষিণ বারাসাতের জন্মভূমি অনাথ আশ্রমে শারদোৎসবের প্রাক্কালে আয়োজিত এক সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুষ্ঠানে ৬৫ জন দুঃস্থ শিশু ও অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের নতুন পোশাক, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম্বল বিতরণের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সাটসা পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি গৌতম মণ্ডল, সাটসা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাপতি স্বরূপ মণ্ডল, কেন্দ্রীয় কমিটি'র সদস্য সুকান্ত কর্মকার,সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাখার সকল সদস্য-সদস্যাগণ। কৃষি দপ্তরে সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাটসার সদস্যরা ছুটির দিনে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে থাকেন। প্রান্তিক এলাকার দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো রক্তদান শিবির, কৃষি পাঠশালা, কৃষকদের চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজে সাটসার সদস্যরা নিয়ত ব্যাপৃত আছেন।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে 'মানববন্ধন' করা হয় সোমবার। বালুরঘাট শহরে দলনেত্রীকে 'কৃতজ্ঞতা' জানিয়ে এই মানববন্ধন করে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। মানব বন্ধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার এবং সাধারণ মানুষকে সেগুলির বিষয়ে সচেতন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায় সহ আরও অনেকে। মূলত, আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনার সিবিআই তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে এই মানব বন্ধন আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম জানান, 'দিদির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।' এ বিষয়ে বিধায়ক রেখা রায় জানান, 'গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের এই মানববন্ধন কর্মসূচি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান পাচ্ছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী'র মতো বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলোর সুবিধা পাচ্ছে। আমরা মেয়েরা আগামী দিনেও দিদির সঙ্গে রয়েছি। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা মানব বন্ধন কর্মসূচি করছি।'

দুঃস্থদের নববস্ত্র তুলে দিলেন মন্ত্রী, দেওয়া হল চেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা প্রায় ৬০০০ মানুষের হাতে শারদীয়ার নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মদনমোহন কোলে ও নিখিল পাত্র সহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় হরিপাল ব্লকের ১৭৮টি দুর্গাপূজা কমিটির হাতে ৮৫০০০ টাকার তুলে দেওয়া হল।

রেশম শিল্পে এবার ব্যবহার হবে সোলার হিটার, খুশি চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেশম শিল্পে খরচ কমাতে কয়লার জ্বালানির পরিবর্তে সোলার হিটার ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল রাজ্য রেশম বিভাগ। এরফলে জ্বালানির খরচের অনেকটাই সাশ্রয় হবে রেশম চাষি থেকে শুরু করে উৎপাদনকারীদের। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের রেশম বিভাগের উদ্যোগেই কৃষকদের সোলার হিটার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য রেশম বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এখনো পর্যন্ত ১৭০ টি কারখানায় সোলার হিটার বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে আরও ২৩০টি কারখানায় এই ধরনের অত্যাধুনিক সোলার

হিটারের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এমন উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন রেশম উৎপাদনকারীরা।

উল্লেখ্য, কালিয়াচক সহ মালদা জেলার প্রায় এক লক্ষ মানুষ রেশম চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সারা বছর সংসার চলে রেশমের গুটি থেকে সুতো তৈরি করেই। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের এই সোলার হিটার প্রকল্পটি আস্থা অর্জন করেছে। ফলে সংসারেও লদীলাভ হবে হওয়ার আশায় বিভোর এখন মালদার রেশম চাষিরা।

বৃহস্পতিবার এই সোলার হিটার সিস্টেমের কাজ খতিয়ে দেখতে মালদায় এলেন রাজ্য রেশম বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা। সেই দলে ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের রাজ্যের সচিব শাহরিয়ার সিবলি, যুগ্ম অধিকর্তা (উত্তরবঙ্গ) অরূপ কৃষ্ণ ঠাকুর, উপ অধিকর্তা সুপ্রতিম দাস এবং সুরজিৎ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বিজ্ঞানী দেবাশিস চ্যাটার্জী প্রমুখ।

এদিন উত্তর দারিয়াপুর, শেরশাহি, আলিনগর সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন রেশম বিভাগের পদস্থ কর্তারা। রেশম কাটাই শিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য রেশম বিভাগের কর্তাদের ও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে ধন্যবাদ দেন মাহাবুল শেখ, সানাউল্লাহ সেখদের মত রেশম চাষিরা।

কালিয়াচকের অধিকাংশ রেশম চাষিদের বক্তব্য, কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ভাবে সরকারি সহযোগিতা করা হচ্ছে। এতদিন কয়লার জ্বালানির হিটারের খরচের পরিমাণটা ছিল অনেক বেশি। এখন থেকেই সোলার হিটার পদ্ধতিতে রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক খরচ সাশ্রয় হবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ফের নৌকোডুবি হয়ে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকে ভূতনিতে নৌকো উল্টে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এই নিয়ে চলতি মরশুমে মানিকচকে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক ব্লকের ভূতনি থানার পুলিনটোলা এলাকায় গঙ্গা নদীতে।

মর্মান্তিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম জিতেন মন্ডল (৩৬)। তাঁর বাড়ি ভূতনির শ্যামসুন্দর টোলা এলাকায়। এদিন সকালে জিতেন তার দুই সন্তানকে নিয়ে টিনের নৌকো করে দোকানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন পুলিনটোলা ঘাট দিয়ে। সেখানেই নৌকো জলের মধ্যে উল্টে যায়। ঘটনাটি স্থানীয় এক ব্যক্তির নজরে আসতেই তড়িঘড়ি নৌকো নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট শিশুকে উদ্ধার করা হয়। জিতেন জলের তোড়ে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনা স্থলে ছুটে যায় ভূতনি থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় জিতেনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে এবং হাসপাতালে পাঠায় মানিকচক থানার পুলিশ। বাড়ির একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন।

সেফটি ট্যাংক ভেঙে পড়ে মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সরকারি অনুদানে তৈরি বাড়ির সেফটি ট্যাংক ভেঙে পড়ে গিয়ে মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলী পাড়া এলাকায় বাড়ির সেফটি ট্যাংক ভেঙে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। মৃত পড়ুয়ার নাম সন্দীপ মজুমদার। সে ট্যাংরা কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ তার জেঠু বাবলু মজুমদারের বাড়ির ছিপ রাখতে সেফটি ট্যাংকে উঠতেই সেটি ভেঙে নিচে পড়ে যায়। তারপর থেকে ওই কিশোরের খোঁজ পাচ্ছিল না পরিবার। রবিবার রাত ৯ টার সময় সেফটি ট্যাংকের মধ্যে কিশোরকে পড়ে থাকতে দেখে তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারি সেফটি ট্যাংকে নিম্নমানের কাজ করার জন্যেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্প সঞ্চালক সমীর কুমার মজুমদার জানিয়েছেন পঞ্চায়েতের তরফ থেকে প্রচুর সেফটি ট্যাংক তৈরি করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখ জনক ঘটনা এটি। খবর পেয়ে সোমবার মৃত বালক সন্দীপের বাড়িতে গেলেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। পঞ্চায়েত কাটমানি নিয়ে নিম্নমানের শৌচালয় তৈরির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তিনি পাশাপাশি কাটমানির অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন তিনি।

ত্রাণ বিলিয়ে দেবের সমালোচনায় ভারতী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষের উদ্যোগে সোমবার ডেবরা ব্লকের বন্যা কবলিত করুণা, জোতনারায়ণ এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এদিন বিকেলে ডেবরা ব্লকে পৌঁছে বানভাসি মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন ভারতী। স্থানীয় সমাজসেবী তন্ময় দাসের উপস্থিতিতে বন্যাদুর্গত প্রায় ১০০ জনকে ত্রিপল এবং ৫০০ জনকে বিভিন্ন শুকনো খাবার তুলে দেন ভারতী ঘোষ। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের পর বানভাসি মানুষদের পাশে দাঁড়ানো নিয়ে এলাকার সাংসদ অভিনেতা দেবের ভূমিকার তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এত বড় বন্যায় দেবের সংসদ এলাকার মানুষ প্রচন্ড দুরাবস্থার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তাদের দেখতে আসার মতো সময় দেবের নেই। তার কথা বলে সময় অপচয় করা বৃথা। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ভারতী ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, বিগত ১৩ বছরে মাস্টারের 'ম' প্ল্যানের 'প' সাংসদের 'স' আর বিধায়কের 'ব' দেখতেও পেলাম না।

স্কুল বন্ধ হওয়া রুখতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: শিক্ষকের অভাবে দফায় দফায় দু'বার বন্ধ হয়েছে স্কুল, ফের ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে জুনিয়ার হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে করুণ মুখে পড়ুয়াদের মুখে 'যেতে নাহি দিব'। ২০১৩ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনোদিনই স্থায়ী শিক্ষক মেলেনি। জোড়াতালি দিয়ে চালানো স্কুল বিভিন্ন সময়ে দু'বার বন্ধ হয়েছে শিক্ষকের অভাবে। ফের দুই শিক্ষককে ডেপুটেশন থেকে তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের খাগ জুনিয়ার হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে করুণ মুখে আন্দোলনে নামল স্কুলের প্রায় ৯০ জন পড়ুয়া। তাদের মুখে এখন একটাই স্লোগান যেতে নাহি দিব। খাগ জুনিয়ার হাইস্কুল কোনোদিনই পায়নি স্থায়ী শিক্ষক। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্কুল চালানো হয় অবসরপ্রাপ্ত দুই অতিথি শিক্ষক দিয়ে। ২০১৮ সালে ওই শিক্ষকদের কাজের মেয়াদ শেষ হলে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে স্কুল। ফের ২০১৯ সালে স্থানীয় পাঁচাল হাইস্কুল থেকে ২ জন শিক্ষককে খাগ জুনিয়ার হাইস্কুলে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে স্কুল চালু করে শিক্ষা দপ্তর। ২০২১ সালে তাঁদের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ফের বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকার পর ২০২৩ সালে ফের ৩ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে আবার স্কুলটি চালু করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২ শিক্ষকের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হতেই পড়ুয়ারা আন্দোলন শুরু করে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ (৫৯১৩)
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV { রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রদীপ দে এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৮০,২৬০.০০ টাকা (নয় লাখ আশি হাজার দুশো ষাট টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে। **ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া ৯,৮০,২৬০.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ভবন এবং জমি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩/এ/৬ ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা : ৭০০০২৪, থানা : মেটিয়াব্রুজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কেএমসি নিকাশি, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং রাজা দে সম্পত্তি, **পূর্বে :** রাজা দে এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
গড়িয়া শাখা
১২০এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪৭

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০৩.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র পিতা শ্রী সুনির্মল চন্দ্র নোয়াপাড়া, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫০ আরও ঠিকানা ফ্ল্যাট ৩য় তল, দক্ষিণ দিকে প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো. এবং থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২** (টিএল এ/সি - ৭৩৬৪৪০২০৩৮ এবং জিএমআরএ এ/সি ৭৪০১৭৪৭৮৫৪) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬৯,৫৭,৪৪৫ টাকা (উনসত্তর লাখ সাতান্ন হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।** ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৭৩,১৪,৪৯০.০০ টাকা (তিয়াত্তর লাখ চোদ্দ হাজার চারশ নব্বই টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
''ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সিইআরএসএআই সম্পদ আইডি : ২০০০৭১২৭২০২৫ : জামিন ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭০০৫৮৫০৩
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত তিন তলায় দক্ষিণ দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩২ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা মার্বেল মেঝে এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট উক্ত জি-৩ তলা ভবনে লিফট সুবিধা ব্যতীত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২০ বর্গফুট পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮১এ,আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা : কসবা, সাব রেজিস্ট্রি/ এডিএসআর অফিস : শিয়ালদহ, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯১ অধীন, কলকাতা : ৭০০০৪২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র এর নামে, উল্লেক্য রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১-১৩৭৩৬ তারিখ ২৫.১১.২০২২। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২ ফুট আর কে চ্যাটার্জি রোড, **দক্ষিণে :** এম এ কর এর জমি প্রেমিসেস নং ৮১/এ/১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, **পূর্বে :** রাজ কৃষ্ণ চ্যাটার্জি এবং আশালতা ব্যানার্জির ভবন প্রেমিসেস নং ৭৮/৪, আর কে চ্যাটার্জি রোড, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত।

তারিখ : ২৪.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স রাজশ্রী সার্ভিসেস অ্যান্ড সেলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U29214WB 2009PTC139880) রেজিস্টার্ড অফিস **গ্রিন ভিউ, ফ্ল্যাট নং কে-০০১, ২৭/১, বি টি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৫৮** সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**'' থেকে ''**দিল্লি** রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

মেসার্স রাজশ্রী সার্ভিসেস অ্যান্ড সেলস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অখিলেশ কুমার আগরওয়াল
ডিন - ০২৩৭১৩৭৭
ডিরেক্টর
তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪ স্থান : কলকাতা

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১	**মেসার্স জয় মাধব এন্টারপ্রাইজ** ৯১/১, আনন্দময়ী রোড, হিজলপুকুরিয়া, হাবরা, ওয়ার্ড নং ১৫, পো. বাণেশ্বরপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩২৭১ **আরও ঠিকানা** - এইচ/নং ৩৮ আনন্দময়ী রোড, হিজলপুকুরিয়া, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩২৭১	ক) ৬৯,৩৭,৪২৫.১৩ টাকা ২২.১০.২০২১ অনুযায়ী বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৬০৩০০৪৩১০৫২২০ (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত সহ) ১৩,৯০,৬৫০ টাকা ২২.১০.২০২১ অনুযায়ী বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৬০০৫০২৪২৭৫০ (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত সহ) খ) ২২.১০.২০২১ গ) ২৬.০৯.২০২৪ (স্বত্ব দখলীকৃত)
২	**শ্রী রঞ্জিত সরকার (মেসার্স জয় মাধব এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী)** পিতা প্রয়াত মাখন লাল সরকার ৬৭, এ এম রোড, হিজলপুকুরিয়া, হাবরা, ওয়ার্ড নং ১৫, পিনকোড - ৭৪৩২১১	

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.২৫ শতক, অবস্থিত মৌজা : হিজলপুকুরিয়া, জেএল নং ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৫১৬, এলআর খতিয়ান নং ২৩, ৫৪০, ৩০৬৫, ২৮৫৮, ২৮৮৫, ৪০২৫, এলআর দাগ নং ১৭২৪, পো: হিজলপুকুরিয়া, থানা : হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১.৯৮ শতক, তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৩২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : হিজলপুকুরিয়া, জেএল নং ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ১৫, ৪০২৭, ৫৩৭, ৩০৬৫, ২৮৫৫, ২৮৭৯, এলআর দাগ নং ১৭২৫, পো : হিজলপুকুরিয়া, থানা : হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মোট জমি ৪.২৩ শতক, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৩২৮ বর্গফুট।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.৬৬ শতক, অবস্থিত মৌজা : হিজলপুকুরিয়া, জেএল নং ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২৮৭৯, এলআর দাগ নং ১৭২৫, পো : হিজলপুকুরিয়া, থানা : হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। ২ দলিল অনুযায়ী নিজস্ব অংশ (অর্থাৎ ০.৬৬ শতক), রঞ্জিত সরকার সম্পূর্ণ অংশের স্বত্বাধিকারী পরিমাণ ৫.৫৫ শতক এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন সমুদয়।

তারিখ : ০১.১০.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা | অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল, নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১
শাখা : হাইড রোড ১০৪/৪/৪ সত্যেন রায় রোড, বেহালা
কলকাতা - ৭০০০৩৪

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, হাইড রোড শাখা, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৯.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি মিতালি সরকার পিতা শ্রী অগাস্টিন সরকার ঠিকানা বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩১২ (অ্যাকাউন্ট নং - ৭৩৩৮৬৮০৫৯৪, সিআইএফ - ৩০৫০২৯৬১২৩৪) হাইড রোড শাখা, কলকাতা, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২০,০৫,২৬১ টাকা (কুড়ি লাখ পাঁচ হাজার দুশো একষট্টি টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া ২০, ৪৪,৩৮০ টাকা (কুড়ি লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশ আশি টাকা) ২৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমানা	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-০১, দোতলায় উত্তর দিকে উক্ত জমিতে দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বা স্বার্থ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ চটাক ২২ বর্গফুট কমবেশি, এলওপি নং ১৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, সিএস/আরএস প্লট নং ২০৩৩ (অংশ), মৌজা : দমদম ক্যান্টনমেন্ট, জেএল নং ১৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ৮/১৭৫, অরবিন্দ সরণি পোস্ট অফিস এবং থানা : দম দম, কলকাতা : ৭০০০২৮,স্থানীয় দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, জেলা : ডত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রেশন বিক্রয় দলিল নং ১-০৯৯৬৭/২০২২, মিতালী সরকারের নামে।	**ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** এলওপি নং - ১৭৬, বিপ্লব দাস, **দক্ষিণে :** এলওপি নং - ১৭৪, মান্তু মালিক, **পূর্বে** - এলওপি নং - ১৬৬, গোপাল চন্দ্র দাস, **পশ্চিমে** - ৮ ফুট চওড়া কলোনি রোড	শ্রীমতি মিতালি সরকার

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আলিপুর শাখা
১এ, রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন - (০৩৩) ২৪৭৯৬২৬৭
ইমেল : alipore@indianbank.co.in

দখল নোটিশ
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি. ডিরেক্টরগণ - শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা, শ্রী দিব্যম গুপ্তা, শ্রী সীমা গুপ্তা** এবং কর্পোরেট জামিনদাতা - **মেসার্স ডেস্টিনিশেন টেক্সটাইলস প্রা. লি.** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা) ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** বকেয়া সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৬, ১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা) ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ আদায়দান না পওয়া পর্যন্ত।
''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : -
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইএলবি) অনুকূলে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (জমি-তদস্থিত নির্মাণ) মৌজা : কুলতোড়া, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫/১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, থানা :কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জমির এরিয়া ৩৩ ডেসিমেল।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (জমি-তদস্থিত নির্মাণ), মৌজা : নাকারাজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, এলঅর খতিয়ান নং ১১৩৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮ এবং ৯৯৮, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, দেনদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির এরিয়া : ১২৪ ডেসিমেল বা ১.২৪ একর।

দায়বদ্ধ সম্পদ :
১. দ্রব্যাদি, পণ্য, মার্চেন্ডাইস মজুত ফ্যাক্টরি প্রেমিসেসে মৌজা : কুলতোড়া, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫/১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জমির এরিয়া : ৩৩ ডেসিমেল।
এবং
২. মৌজা : নাকারাজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮ এবং ৯৯৮, থানা : সালানপুর, জেলা :পশ্চিম বর্ধমান, দেনদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির এরিয়া : ১২৪ ডেসিমেল বা ১.২৪ একর।

তারিখ : ২৮.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কাজের স্থান যমুনা ভবন, ২য় তল
৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

প্রতি | তারিখ : ১১.০৯.২০২৪
ঋণগ্রহীতা মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ, এইচবি - ১৩১, সেক - ৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯৭।
এর পরিচালক/জামিনদাতাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব
শ্রীমতি সহেলি রানা (স্বত্বাধিকারী), এইচবি-১৩১, সেক - ৩, সল্টলেক, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯৭।
শ্রী দিব্যেন্দু রানা (জামিনদার), ফ্ল্যাট নং জি ৩০, করুণাময়ী এস্টেট, ব্লক - ৬ডি, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
স্যার/ম্যাডাম,
বিষয়- শ্রীমতী সহেলি রানার সম্পত্তি বিক্রয় (মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার প্রধান শাখা (ই-এবি), সুরক্ষিত পাওনাদার, ০২.০৯.২০১৯ তারিখে একটি দাবি নোটিশ তৈরি করে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে, আহ্বান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৬ / বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন ২৭.১১.২০১৯ তারিখে (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)
সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। এই হিসাবে, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে সর্বজনীন ই-নিলামের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য সহ ই-নিলামের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।
অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন উক্ত আইনের ১৩ (৮) ধারা অধীনে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ :
সম্পত্তি -১ : ফ্ল্যাট নং ৪, ২য়তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট কমবেশি পাঁচতলা আরসিসি কাঠামোর ভবনে বসবাসের ভবন নাম '' রাম ভিলা'', দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, দুই টয়লেট এবং এক কিচেন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি সংশ্লিষ্ট ভবনের সকলের ব্যবহারের স্থান। ফ্ল্যাট অবস্থিত ঢালিপাড়া, মৌজা : মহিষগোট, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৬, এলআর খতিয়ান নং ২৯কেআর,আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৩, পো এবং থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০১৩৫, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সহেলী রানা।**
সম্পত্তি -২ : ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য় তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট কমবেশি পাঁচতলা আরসিসি কাঠামোর বসবাসের '' রাম ভিলা'' নামক ভবনে ,দুই বেড রুম, এক লিভিং এবং ডাইনিং, দুই টয়লেট, এবং এক কিচেন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি । ফ্ল্যাট অবস্থিত ঢালিপাড়ায়, মৌজা : মহিষগোট, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৬, এলআর খতিয়ান ২৯কেআর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৩, পো এবং থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০১৩৫, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সহেলী রানা।**
সম্পত্তি -৩ : ফ্ল্যাট নং ৬, ৩য় তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট কমবেশি পাঁচতলা আরসিসি কাঠামোর বসবাসের '' রাম ভিলা'' নামক ভবনে ,দুই বেড রুম, এক লিভিং এবং ডাইনিং, দুই টয়লেট, এবং এক কিচেন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি । ফ্ল্যাট অবস্থিত ঢালিপাড়ায়, মৌজা : মহিষগোট, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৬, এলআর খতিয়ান ২৯কেআর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৩, পো এবং থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০১৩৫, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সহেলী রানা।**
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট আরএস দাগ নং ৩৫৩(অংশ) অধীন, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলারপথ, পশ্চিমে : প্লট আরএস দাগ নং ৩৫৩(অংশ) অধীন।

স্থান : কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ১১.০৯.২০২৪ | ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ
আইডিবিআই টাওয়ার, ৮ম তল, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কুফি প্যারাডে, মুম্বই - ৪০০০০৫

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের প্রতি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

শ্রী মনোজ জয়সওয়াল	শ্রী অভিষেক মনোজ জয়সওয়াল	শ্রী অরুণকুমার ইকবাল শঙ্কর শ্রীবাস্তব	শ্রী রবীন্দ্র জয়সওয়াল	শ্রী রাধেশ্যাম প্রসাদ
(ডিন নং - ০০১২৭২৫৪) (পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড - প্রমোটার-যুগ্ম মানেজিং ডিরেক্টর) শিবলোক, ৮০১, বি-উইং, জে পি হাইট, আরবিআই অফিসার কলোনির নিকট, গোঁদওয়ানা চক, বাইরামজি টাউন, জারিপটকা, নাগপুর - ৪৪০০১৪	(ডিন নং - ০০১৯১৮৪১) (পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড - প্রমোটার-যুগ্ম মানেজিং ডিরেক্টর) ২৪৬, উষা সদন, পিটি আরএসএস মার্গ, সিভিল লাইনস, নাগপুর, মহারাষ্ট্র - ৪৪০০০১	(ডিন নং - ০২০৪৫৩২৪) (পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড - প্রমোটার-প্রফেশনাল ডিরেক্টর) ১০২, অপূর্বা অ্যাপার্টমেন্ট, জারিপটকা পুলিশ স্টেশন রিং রোড নাগপুর নিকট, মহারাষ্ট্র - ৪৪০০১৪	(ডিন নং - ০৩৪৯৩৬৫৮) (পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড এর অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর) ৪, মানিক তলা বাজার লেন পো. বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬	(ডিন নং - ০১২৩৬৭৫৭) (পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড এর ডিরেক্টর) প্লট নং ৯, দ্রোণাচার্য নগর, নাগপুর - ৪৪০০২২

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	**মেয়াদি ঋণ অর্থ :** আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে অধিকৃত সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ বিমান- বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার - ৬০৫ রেজিস্ট্রেশন ভিটি-এমকেজে এবং স্পেয়ার্স । **কার্যকরী মূলধন সুবিধা** আইডিবিআই কর্তৃক সহায়তাদত্ত সমুদয় চলতি সম্পদ ডিরেক্ট রিডিউস আয়রন, পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং কোল মাইন প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। আইডিবিআই কর্তৃক সহায়তাদত্ত ডিআরআই, পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং কোল মাইন প্রোজেক্টস এর সংস্থার যাবতীয় ইপিসি চুক্তি, প্রোজেক্ট নথি, চুক্তি, লাইসেন্স, পারমিট, অনুমোদন, সম্মতি এবং বিমা পলিসি নিয়োজিত/জামিন স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড (পূর্বতন অভিজিৎ প্রোজেক্টস লি.) (ঋণগ্রহীতা) এর প্রোমোটার/এক্স প্রোমোটরা/ এক্স ডিরেক্টর/ জামিনদাতাগণ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত অর্থিক সহায়তার কিস্তি মূল বকেয়া, সুদ এবং অন্যান্য প্রদেয় পরিশোধে ব্যর্থ/অবহেলা করেছেন। প্রোমোটার/এক্স প্রোমোটার/এক্স ডিরেক্টর/জামিনদাতাগণের বকেয়া ৫৩৪,৬১,০৫,৪৪৮ (পাঁচশো চৌত্রিশ কোটি, একষট্টি লাখ, পাঁচ হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা) টাকা ৩১ আগস্ট ২০২৪ অনুযায়ী এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. এর অনুকূলে সম্পাদিত বিভিন্ন ঋণ নথি আদায়ের জন্য সম্পাদিত অনুযায়ী সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে সাধরণের স্বার্থে অবহিত করা হচ্ছে যে কোনও ব্যক্তিই ঋণগ্রহীতা/প্রোমোটার/এক্স প্রোমোটার/ এক্স ডিরেক্টর/ জামিনদাতাগণের কোনও সম্পত্তি এবং উল্লিখিত সম্পত্তি কোনটাই লেনদেন না করতে কারণ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বকেয়া আদায় করতে হবে। দ্রষ্টব্য : কোনও কারণে বকেয়ার কোনও সংখ্যার তারতম্য হলে কথায় লিখিত বকেয়া পরিমাণকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ০১.১০.২০২৪ | স্বা/- অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
স্থান : কলকাতা | আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ)

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল, জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পঃবঃ ৭১১১১২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৬.০৭.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী সজল শাসমল (ঋণগ্রহীতা), প্রযত্নে মুকুন্দ লাল জানা, নং ৩৭, মহিদ্দিন সাব লেন, নারায়ণা শেট্টিপেট, ব্যাঙ্গালোর উত্তর, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক - ৫৬০০০২ ২.শ্রী মুকুন্দ লাল জানা (জামিনদাতা), ঘোষ রোড, জগাছা জিআইপি কলোনি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১২** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১,৩৩,৫০১.৮২ টাকা (এক লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ এক টাকা এবং বিরাশি পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১,৩৩,৫০১.৮২ টাকা (এক লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ এক টাকা এবং বিরাশি পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উক্ত বসবাসের ইউনিট তিনতলায়, উত্তর - পশ্চিম দিকে পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৬৮৯ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, ১ কিচেন,১ ডাইনিং তথা ড্রইং স্পেস,২ বাথ রুম, (একটি সংলগ্ন) প্রিভি সহ, পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৯ শতক বা ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২৭ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৮০৭, খতিয়ান নং ৮৮০, এবং ৮৮১, খতিয়ান নং ১৫০, এলআর দাগ নং ১৭৭০ এবং ১৭৭১, খতিয়ান নং ১৮০৬/১ এবং ১৯০০/১, জেএল নং ৬, মৌজা এবং থানা : জগাছা, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৪৭, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেলা রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস, জোমজুড়। ফ্ল্যাট শ্রী সজল শাসমল এর নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৮০৫ (অংশ)।
পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : মাধবী ঘোষ এর জমি এবং ভবন এবং অংশ দাগ নং ৮০৭ (অংশ)।

স্থান: জগাছা | অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৩.০৯.২০২৪ | দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল, জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পঃবঃ ৭১১১১২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.০৪.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শেক সাজিদ (ঋণগ্রহীতা), বাঁকরা, ছোটা পিয়াদা পাড়া, সিটি-ডোমজুর, বাঁকরা, হাওড়া - ৭১১৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ ২) মুনসুরা বেগম (জামিনদাতা), বাঁকরা, ছোটা পিয়াদা পাড়া, সিটি-ডোমজুর, বাঁকরা, হাওড়া - ৭১১৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৩,৯২,১৫০.৬৭ টাকা (তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৩,৯২,১৫০.৬৭ টাকা (তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭, দোতলায়, ব্লক -১, পরিমাণ ৭১১ বর্গফুট কমবেশি ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট ভবন হাই-টেক টাওয়ার নামে পরিচিত বাস্তু জমি মোট এরিয়া ২২ ডেসিমেল/শতক সমপরিমাণ ১৩ কাঠা ৫ ছটাক ১৪.৯২ বর্গফুট কমবেশি - মোট এরিয়া আনুমানিক ৪৪ ডেসিমেল , মৌজা : ধারসা, জেএল নং ৫,তৌজি নং ৭৭৫, আরএস দাগ নং ৬৯৮, সিএস দাগ নং ৫০৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৭, সিএস খতিয়ান নং ৩৯৭৫, থানা: জোমজুড়, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অফিসের অধিক্ষেত্রে এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার ডোমজুড়। ফ্ল্যাট শেখ সাজিদ এর নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : দাগ নং ৬৬৮ এর টাওয়ার ২ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : টাওয়ার ১-ফ্ল্যাট নং ০৮ এর সম্পত্তি,
পূর্বে : ডোবা, পশ্চিমে : অবশিষ্ট অংশ দাগ নং ৬৯৮ এবং ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

স্থান: জগাছা | অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৩.০৯.২০২৪ | দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৩.০৬.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স আর এস ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা - শ্রী সুদীপ রায়, রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ, নেতাজি ব্যায়ামঘর ক্লাবের নিকট, পো. ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ ২) শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা রায় (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী সুদীপ রায়, রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ, নেতাজি ব্যায়ামঘর ক্লাবের নিকট, পো. ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৯,৭৫,৮৯৭.১১ টাকা (উনিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা এবং এগার পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৯,৭৫,৮৯৭.১১ টাকা (উনিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা এবং এগার পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শিডিউল - এ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর পশ্চিম দিকে), পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১২৫ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় (জি-১) তলা ভবনে , পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬,রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪,এলওপিনং ৩৯৩/বি, আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। দোকান সুদীপ রায় এর নামে এবং চৌহদ্দি :
উত্তরে : ৬ মিটার রবীন্দ্র সরণি, দক্ষিণে : দুলাল চৌধুরীর সম্পত্তি,
পূর্বে : সুশীল কংস বণিক এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রতাপ চন্দ্র পালের সম্পত্তি।

শিডিউল - বি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর দিকে), পরিমাণ এবং ঢাকা এরিয়া ৩৬ বর্গফুট অবস্থিত একতলায়, (জি-১)তলা ভবনে পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬, রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৩৯৩/বি, আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। দোকান সুদীপ রায়ের নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : ৬ মিটার রবীন্দ্র সরণি, দক্ষিণে : দুলাল চৌধুরীর সম্পত্তি,
পূর্বে : সুশীল কংস বণিক এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রতাপ চন্দ্র পালের সম্পত্তি।

শিডিউল - সি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর দিকে),পরিমাণ এবং ঢাকা এরিয়া ১৮২ বর্গফুট অবস্থিত একতলায়, (জি-১)তলা ভবনে পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬, রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৩৯৩/বি, আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। দোকান সুদীপ রায়ের নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : ৬ মিটার রবীন্দ্র সরণি, দক্ষিণে : দুলাল চৌধুরীর সম্পত্তি,
পূর্বে : সুশীল কংস বণিক এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রতাপ চন্দ্র পালের সম্পত্তি।

স্থান: ঘোষপাড়া | অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২৬.০৯.২০২৪ | দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — भारत सरकार का उपक्रम — **Union Bank of India** — A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১, যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ -এ কর্মরত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২)/৮(৬) ঋণগ্রহীতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত করার নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)

নং ১
প্রতি, তারিখ: ২১.০৯.২০২৪

মেসার্স পিরামিড ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রযত্নে- জাহাঙ্গীর মণ্ডল, পশ্চিম পাড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৩।
শ্রী অমিত কুমার আগরওয়ালা, ফ্ল্যাট নং ২এ, ব্লক বি, ২য় ফ্লোর, বিলাসিনী অ্যাপার্টমেন্ট, স্বামীজি সরণি, থানা-লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০০৪৮।
শ্রী দেবাশীষ মালাকার, ৮সি, মুর অ্যাভিনিউ, ১ম ফ্লোর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৪০।
এছাড়াও এখানে: [illegible], বাঙ্গালোর-৫৬০০১৮ (কর্ণাটক)।
শ্রী দীপঙ্কর মালাকার, ৮সি, মুর অ্যাভিনিউ, ১ম ফ্লোর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৪০।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী দীপঙ্কর মালাকার এবং শ্রী অমিত কুমার আগরওয়ালার মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (বর্তমানে অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা-তে স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৩.০৫.২০২১ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন ০১/১২/২০২১ তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত তফসিল: ৩. সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে
সম্পত্তি-১: [illegible]
সম্পত্তি-২: [illegible]

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ২
প্রতি, তারিখ: ২১.০৯.২০২৪

মেসার্স পিরামিড স্টাফিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৮/৩২, পূর্ণ চন্দ্র মিত্র লেন, ১ম ফ্লোর, (আনোয়ার শাহ রোড ক্রসিংয়ের কাছে), কলকাতা - ৭০০০৩৩।
শ্রী দীপঙ্কর মালাকার, বাসস্থান- ৮সি, মুর অ্যাভিনিউ, ১ম ফ্লোর, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৪০।
এছাড়াও এখানে: বাসস্থান- ৭৪, শান্তিগড় গ্রাহাম রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০।
শ্রী দেবাশীষ মালাকার, [illegible], ৮সি, মুর অ্যাভিনিউ, ১ম ফ্লোর, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৪০।
এছাড়াও এখানে: বাসস্থান- ৭৪, শান্তিগড় গ্রাহাম রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০।
শ্রী কালাচাঁদ মালাকার, বাসস্থান- ৭৪, শান্তিগড় গ্রাহাম রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী রামনন্দন সিং এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (বর্তমানে অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা-তে স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, **০৩/০৬/২০২২ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন ০১/১২/২০২২ তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত তফসিল: ৩. সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে
সম্পত্তি-১: [illegible]
সম্পত্তি-২: [illegible]

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৩
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজ, ১৭২/এ, কোরা উত্তরপাড়া, পোস্ট - কোরা চণ্ডীগড়, থানা - মধ্যম গ্রাম, নজরুল সংঘ ক্লাবের কাছে, জেলা - ২৪ পরগণা (উঃ), কলকাতা - ৭০০১৩০।
১. জনাব ছাল্লাল সেখ
২. মিসেস সবুজা খাতুন বিবি
৩. জনাব মইদুল সেখ
৪. জনাব বুলবুল সেখ
৫. জনাব সম্রাট সেখ
সবর ঠিকানা: গ্রাম - উত্তরপাড়া, পোস্ট- কোরা চণ্ডীগড়, থানা - মধ্যমগ্রাম, নজরুল সংঘ ক্লাবের কাছে, জেলা-২৪ পরগণা (এন), কলকাতা - ৭০০১৩০।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য জনাব ছাল্লাল সেখ (মেসার্স মৈত্রী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী), জনাব মইদুল সেখ, জনাব সম্রাট সেখ, বুলবুল সেখ এবং মিসেস সবুজা খাতুন (জামিনদার) এর মালিকানাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা প্রধান শাখা (ই-এবি), সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৯/০৬/২০১৮ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২৩.০৯.২০১৮ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল: সম্পত্তি এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল -
সম্পত্তি -১: [illegible]
সম্পত্তি -২: [illegible]

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৪
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

শ্রীমতী অনিতা নন্দী, এবি-৪/১১, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯।
শ্রী সত্য প্রিয় নন্দী, এবি-৪/১১, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী সত্যপ্রিয় নন্দীর স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা নন্দী এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা সল্ট লেক শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার, **০১.১১.২০১৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **১২.০৪.২০১৭ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল: একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল মেঝের ফ্ল্যাট নং জি-১ এর সকল যারসুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ১৫৬০ বর্গফুট যার আছে ৩ (তিন) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) পূজা রুম, ২ (দুই) টয়লেটে, ১ (এক) ভবনের নিচ তলার বারান্দা নিয়ে গঠিত স্ক্ম'শ্রী রাম ভবন' নাম পরিচিত বিল্ডিং এ সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধা এর সাথে সংযুক্ত প্রথম তফসিলে সম্পত্তিতে যার হোল্ডিং নং আরজিএম/২৪/১৩৯ হচ্ছে প্রিমিসেস নং এবি-১/২, দেশবন্ধু নগর, পোস্ট অফিস দেশবন্ধু নগর, কলকাতা- ৭০০০৫৯ রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, থানা রাজারহাট এখন ২৪ পরগণা (উঃ) জেলার বাগুইহাটি তে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - অনিমা নন্দীর বাড়ি, দক্ষিণ - ১৫ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব - প্রয়াত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, পশ্চিম-খালের পাশের রাস্তা দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৫
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

মেসার্স ক্রিয়েটিভ ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী: মিসেস হুরে লাকুয়া খাতুন, ৭২, বি/২, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯।
মিসেস হুরে লাকুয়া খাতুন (স্বত্বাধিকারী), মেসার্স ক্রিয়েটিভ ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ৭২, বি/২, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯।
জনাব মোঃ আতিউল্লাহ (জামিনদার), ৭২, বি/২, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য মিসেস হুরে লাকুয়া খাতুন (মেসার্স ক্রিয়েটিভ ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী) এবং জনাব মোঃ আতিউল্লাহ (জামিনদার)এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্যামাক স্ট্রিট শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার, **০৭.০১.২০১৯ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২৮.০৩.২০১৯ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: প্রায় ২ কাঠা এবং ৭ ছটাক এবং ৩৪ বর্গফুট (১ কাঠা ৩ ছটাক এবং ৮ বর্গফুট প্রতিটি) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা স্থাপনাগুলি বিয়িং নং ৭২, বি/২, তপসিয়া রোড, থানা- তিলজালা, কলকাতা-৭০০০৩৯ এবং **মিসেস হুরে লাকুয়া খাতুনের পক্ষে** এবং উক্ত দলিলটি জেলা রেজিস্ট্রার আলিপুরের কাছে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং বই নং ১, ভলিউম নং ২৩, পৃষ্ঠা ২৩, পৃষ্ঠা ২০১৬ থেকে ২১১২ নম্বরে রেকর্ড করানো হয়েছিল যার বিয়িং নং ২০০৯ সালের ০৫৭৫০। **এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- আংশিকভাবে ৫'০" প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং আংশিকভাবে সকিনা বিবির জমি এবং কাঠামো দ্বারা; দক্ষিণে- সাহাবুদ্দিনের জমি এবং কাঠামো; পূর্বে - ৮'০" প্রশস্ত কেএমসি রোড; পশ্চিমে- মোঃ ওসমানের জমি ও কাঠামো দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৬
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

শ্রী দিব্যেন্দু রানা (ঋণগ্রহীতা), পিতা- প্রয়াত গুরু প্রসাদ রানা, এইচবি-১৩১, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯৭ (পঃবঃ)।
এছাড়াও এখানে: ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮, ৩য় ফ্লোর, রানা ভিলা, ধলিপাড়া, মহিষবাথান পঞ্চায়েত রোড, পোস্ট- কৃষ্ণপুর, থানা - নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১০২, (পঃবঃ)।
শ্রীমতী চন্দ্রমল্লিকা রানা (সহ-আবেদনকারী), স্বামী- শ্রী দিব্যেন্দু রানা, এইচবি-১৩১, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯৭ (পঃবঃ)।
এছাড়াও এখানে: ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮, ৩য় ফ্লোর, রানা ভিলা, ধলিপাড়া, মহিষবাথান পঞ্চায়েত রোড, পোস্ট- কৃষ্ণপুর, থানা - নিউ টাউন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১০২, (পঃবঃ)।
মেসার্স সিলভার চিমনি, স্বত্বাধিকারী: শ্রী দিব্যেন্দু রানা, ৩৩৫, যশোর রোড, কালিন্দী, কলকাতা - ৭০০০৮৯ (পঃবঃ)।
শ্রীমতী চন্দ্রমল্লিকা রানা, (মেসার্স সিলভার চিমনির গ্যারান্টার), ৩৩৫, যশোর রোড, কালিন্দী, কলকাতা - ৭০০০৮৯ (পঃবঃ)
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী দিব্যেন্দু রানা ও শ্রীমতী চন্দ্রমল্লিকা রানা এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কৈখালী শাখা (ই-এবি), সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৩.০২.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **০৮.০৬.২০২৩ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: জমি ও বিল্ডিং - **দিব্যেন্দু রানা এবং চন্দ্রমল্লিকা রানার (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)** আবাসিক, দুটি আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার নং ৭ এবং ৮, ৩য় ফ্লোরে মোট এলাকার পরিমাপ প্রায় ১৮৮৯.৫০ বর্গ ফুট। (সুপার বিল্ট সহ এলাকা) মৌজা- মহিষগোটা, জে.এল. নং ২০, আর.এস. নং ২০৪, তৌজি নং ১৭২, সি.এস. দাগ নং ৩৩৭, আর.এস. দাগ নং ৩৫৩ সি.এস. খতিয়ান নং ৭৭ এর অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং কে-২৯, ধলিপুর, থানা- রাজারহাট, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার মহিষবাথান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমা/পরিধি / পরিধি / এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত, সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের আনুপাতিক শেয়ার অর্থাৎ এর সাধারণ এলাকা এবং ইত্যাদি, এবং সেইসঙ্গে প্রায় ০২ কাঠা, ১২ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট এলাকার জমির উপর তৈরি/নির্মাণ করা হয়েছে তার আনুপাতিক শেয়ার, কোলকাতা-৭০০১০২। **যেমনভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- ৮ ফুট প্রশস্ত ইট সোলিং পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩ (পি) অধীনে প্লট দ্বারা অন্যদের আর টি শেডের আবাসিক কাঠামো, উত্তর- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) অধীনে প্লট দ্বারা অন্যদের আরটি শেডের আবাসিক কাঠামো এবং দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৭
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

রাধামাধব এন্টারপ্রাইজ, ১৮৪, গোরক্ষবাসি রোড, থানা- দমদম কলকাতা -৭০০০২৮।
সত্য প্রিয় নন্দী, এবি-৪/১১, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৯।
অনিতা নন্দী, এবি-৪/১১, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি কলকাতা, পিন-৭০০০৫৯
সুপ্রিয় সুখেন সরকার, এবি-৪/১১, দেশবন্ধু নগর , বাগুইআটি কলকাতা, পিন -৭০০০৫৯।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সত্যপ্রিয় নন্দীর স্ত্রী মিসেস অনিতা নন্দী -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১, সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৩.০৪.২০১৭ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২৯.০৫.২০১৮ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: ভিআইপি গার্ডেন আবাসন, এবি-৮/২৩, দেশবন্ধু নগর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান নং ১এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার থানা- বাগুইহাটি, মৌজা - অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, তৌজি নং ৩ এবং ১৬২, সিএস খতিয়ান নং ১৮ এবং ১৫২, আরএস খতিয়ান নং ২০ এবং ২৬২, সিএস দাগ নং ৭১০ (অংশ), ৭১১, ৭১২ আরএস দাগ নং ৬৮১,৬৮২ এবং ৬৮৩/১০৬৩, এলআর দাগ নং ৯৬৮ রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা সীমার মধ্যে ৪ নং ওয়ার্ড অধীন, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫৯।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৮
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ, ইউনিটের ঠিকানা-গ্রাম - অস্থাসোল, পোস্ট- সাবরাকোন, থানা, -তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৪৯।
১. শ্রী কার্তিক ঘোষ (ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর), পিতা- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন ঘোষ।
২. শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ (ডিরেক্টর ও গ্যারান্টার), স্বামী- শ্রী কার্তিক ঘোষ, উভয়েরই ঠিকানা- গ্রাম - ছোট ডাবচা, পোস্ট- সাতবাঁকুড়া চন্দ্রকোনা রোড, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২৫৩।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী কার্তিক ঘোষ এবং শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ (মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর) -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মেদিনীপুর শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার, **২১.০৯.২০২১ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২০.১২.২০২১ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: ৩. স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে ।

লট-১: বাণিজ্যিক তথা আবাসিক জমি, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, চাঁদাবিলা মৌজায় অবস্থিত , জে এল নং ৪৬১, দাগ নং ১৩২, খতিয়ান নং ২৮৮, থানা - গড়বেতা, নয়াবসত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ -এর নামে আছে,** বিক্রয় দলিল নং (গুলি) ৩৭৩৭/২০০৮, ৩৭৩৯/২০০৮, ৩৭৭৭/২০০৮ অনুসারে, সমস্ত এডিএসআর, গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুরে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তর- চন্দ্রকোনা রোড সারেঙ্গা পিচ রোড, দক্ষিণ- জলাশয়/খাল, পূর্ব- অন্যদের খালি জমি, পশ্চিম- ড্রেন/খাল।

লট ২ : আবাসিক জমি, পরিমাপ ৫.৯৫ ডেসিমেল, হোল্ডিং নং ১১৬৯/৪৭৭/১ বিধাননগরে অবস্থিত, বিধাননগর দুর্গা পূজা মাঠের কাছে, (৪৬ পি.আর. / ৫৩২/২৮৮) মৌজা - সেখপুরা, জেএলনং. ১৭২, আরএস দাগ নং ১৭১, আরএস খতিয়ান নং ৫/১, ৫/৩, ৫/৫,৫/৬, ৬/২, ৬/৩, ৬/৫, ৬/৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৫৭, ১৫৫৮, থানা- মেদিনীপুর, মেদিনীপুরের পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **শ্রীমতী ঝুলন ঘোষ এবং শ্রী কার্তিক ঘোষ -এর নামে আছে** বিক্রয় দলিল নং(গুলি) ৩৮৪২/২০০৮ এবং ০৪৬৯০/২০০৯ অনুসারে। **সীমানা :** উত্তর- অন্যদের বিল্ডিং, দক্ষিণ- অন্যদের বিল্ডিং, পূর্ব- অন্যদের বিল্ডিং, পশ্চিম- ফ্লাইওভার/সার্কিট হাউসের অভিমুখে রাস্তা।

লট - ০৩ : অস্থাসোলে মৌজায় অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং, যার জে এল নং ১৪১, এল. আর. দাগ নং ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৪, ৯৯৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২, নতুন এল. আর. ৭৫০, আমডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া, মেসার্স পূর্ণ গৌরী কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ -এর নাম আছে, জমির পরিমান ৪.৪৪ একর বা ৪৪৪ ডেসিমেল। **সীমানা :** উত্তর- বাঁকদহ-তালডাঙ্গারা রোড, দক্ষিণ- বনভূমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- অন্যদের কৃষি জমি

এবং প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি :

ক্র. নং	বর্ণনা	পরিমাণ সংখ্যায়
১.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরল গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডার)	১
২.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরল গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপের সিলিন্ডারের সম্প্রসারিত)	১
৩.	স্টিলের সংকুচিত গ্যাস ছাড়া অন্য ড্রাম	১০
৪.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরল গ্যাসের জন্য পাত্র (উচ্চ চাপ সঞ্চয়কারী সিলিন্ডার)	২
৫.	লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি সংকুচিত বা তরল গ্যাসের জন্য পাত্র (লো প্রেসার এইচ'/এক্সচেঞ্জার সিলিন্ডার)	২
৬.	কেসি ৪ কমপ্রেসার ইন্ডাকশন মোটর, মেড-কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৯৪	১
৭.	৯৩ কেডব্লিউ ১২৫ এইচপি কম্প্রেসার, আরপিএম-১৪৫৮, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ওকেই১৪ডব্লিউ১২	১
৮.	১২৫ এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- লোকাল, নং ২১৬০২০২৪	১
৯.	কেসি৪ কির্লোস্কার কমপ্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কর, নং ৩৩৮কে৩০৮৪	১
১০.	১২৫ এইচপি মোটর, প্রস্তুতকারক-সেমেনস, নং ৩৯৫'১৪৫	১
১১.	১২৫ এইচপি মেইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, তৈরি- লোকাল, নং ২১৬০২০২৫	১
১২.	এইজিপি ৬৮০তিসি ডিজেল ইঞ্জিন, অশোক লেল্যান্ড, প্রস্তুতকারক- অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০১ আরপিএম ১৫০০	১
১৩.	কেসি ৩ কির্লোস্কার কমপ্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং ৩৩৭কে০৯০	১
১৪.	কিরলোস্কার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার মোটর, নং বিকেএফ-৫৬ডব্লিউ-৪০	১
১৫.	১২৫ এইচপি এমইআই স্টেটার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং- ২১৬০১০৪	১
১৬.	৯০ কেডব্লিউ এমওটিও, আরপিএম ১৪৬, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং-	১
১৭.	স্টেটার এমইআই ১২৫ এইচপি এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৬০১০৪	১
১৮.	৭.৫ X ৭.৫ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক-সুপার মেক, নং ৬৫৫ আরপিএম ৩৭৫/৪০০	১
১৯.	৫৫ কেডব্লিউ ৭৫ এইচপি আরপিএম ১৪৭০, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং- জেকে৬৫৫১১৯	১
২০.	১২৫০এইচপি এমইআই স্টার্টার এবং রেগুলেটর, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৬০২০২৩	১
২১.	কিরলোস্কার অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার ১২৫ এইচও, নং. সিএইচডিত১২৫০-২১	১
২২.	ডিজেল ইঞ্জিন এএলজিপি ৬৮০, প্রস্তুতকারক-অশোক লেল্যান্ড, নং এনআইএ/ইএনজি/০০০২	১
২৩.	৮২.৫ কেভিএ, কিরলোস্কার অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং সিএইচডি-৩০৮২৫-৬৮	১
২৪.	এএলইউ ৪০০ ডিজেল ইঞ্জিন, প্রস্তুতকারক- অশোক লেল্যান্ড, নং ০০০৩	১
২৫.	২৫০ কেভিএ অল্টারনেটর, প্রস্তুতকারক- অল্টারনেটর, নং ডিইএজি০০৪৪	১
২৬.	কির্লোস্কার ৬এসএল৮৮০০টি, ডি এসইটি ২২৮ কেডব্লিউ ৩১০ বিএইচবি, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং- এফ৬২৭০১/০২০০০৮৬	১
২৭.	৩ সংখ্যক ১৫ কিলোওয়াট মোটর (১) আরটি ৪৬ এক্সভি ২৪২, ৫২ (২) সিসরটি৪৬/এক্সভি১৬৯ (৩) সিআরটি ৪৬/এক্স ভি ২৪৪, প্রস্তুতকারক- সিআরটি, নং আরটি৪৬	৩
২৮.	৬" X ৬", প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	৩
২৯.	৫০০ কেভিএ জিএলওই এসটি'জেড ৩ ফেজ ইনপুট ২৪০ আউটপুট ৪৪০, প্রস্তুতকারক-গ্লোব, নং ৫০০ কেভিএ	১
৩০.	৫০০ কেভিএ ভোল্টাম্প ট্রান্সফরমার, প্রস্তুতকারক-ভোল্টাম, নম্বর ভিই/১৩০/১৬১৭	১
৩১.	রিসিভার ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- ২০০৬, নং ১	১
৩২.	কনডেনসর ১২ সংখ্যক X ৪ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৩.	তেল বিভাজক ২ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৪.	সার্চ ড্রাম ৬ সংখ্যক, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৫.	বাঙ্কার কয়েল, প্রস্তুতকারক- এনএম, নং এনএম	১
৩৬.	সাকশন ট্যাপ, ২৪ ট্যাপ, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৭.	সমস্ত কেবল, এইচটি এবং এলটি, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৮.	সমস্ত পাইপ ভালভ ফিটিং ফ্লাঞ্জ, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৩৯.	সমস্ত সুইচ প্যানেল বোর্ড মেইনসুইচ ক্যাপাসিটর এসিবি এবং অন্যান্য, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৪০.	সিলিং ফ্যান, প্রস্তুতকারক- বিভিন্ন, নং ১	১
৪১.	মোটর কনভেয়র বেল্ট সহ লিফট, প্রস্তুতকারক- স্থানীয়, নং ১	১
৪২.	কিরলোস্কার কমপ্রেসার কেসি-৪, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার কমপ্রেসার কেসি-৪, নং ৩৩৮কে৩০৫৩	১
৪৩.	এএলইউ ৬৮০/১০৪, প্রস্তুতকারক- অশোক লেল্যান্ড, নং এএলবিএইচএম-৪৮৬৯	১
৪৪.	৯০ কেডব্লিউ/১২০ এইচপি মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং আরকেএফ ১২৫১৯	১
৪৫.	কেসি X ৬ কম্প্রেসার, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং আরকেএফ ১২৫১৯	১
৪৬.	১৩২ কেডব্লিউ/১৮০ এইচপি আরএলওএসআর মোটর, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং ইকেএফ১২৮ডব্লিউ-২০	১
৪৭.	এমইআই স্টার্টার, প্রস্তুতকারক- এমইআই, নং ২১৮০০১২০৫১	১
৪৮.	১৮০ এইচপি /১৩২ কেডব্লিউ ১৪৪০ আরপিএম এসপিডিপি স্লিপ্রিং এসি ইন্ডাকশন মোটর ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০হার্টজ, প্রস্তুতকারক- কির্লোস্কার, নং ইকেএফ১২৮ডব্লিউ২০	১
৪৯.	১৮০ এইচপি ম্যানুয়ালি অপারটেড অয়েল ইমারেসড ৩/ডি স্টার্টার এমই৯ প্রস্তুতকারক ৩ ফেজ ৪১৫ ভোল্ট ৫০ হার্টজ	১

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ৯
প্রতি, তারিখ: ২০.০৯.২০২৪

মেসার্স শৌর্য এক্সপোর্টস, ২০৩, শরৎ বোস রোড, ৪র্থ ফ্লোর, কানাড়া ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০২৯
শ্রী শুভদীপ মিত্র, ১৩৮/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
শ্রীমতি রত্না মিত্র, ১৩৮/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২৯
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী শুভদীপ মিত্র -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিউ আলিপুর শাখা, (বর্তমানে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার, **০৫/০৬/২০১৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২১/১২/২০১৬** তারিখে।

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) অধীন।

সম্পত্তির তফসিল: আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২য় ফ্লোরে অবস্থিত, ২য় কর্নার, ফ্ল্যাট নং ২বি প্রিমিসেস নং ১৯, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, থানা- আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭। সাইটের পরিমাপ ৭৮৬ বর্গফুট, **শ্রী শুভদীপ মিত্র -এর নামে। নিম্নোক্ত মতো পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- ২১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭, পশ্চিম- ১৭/২, চেতলা সেন্ট্রাল রড, কলকাতা - ৭০০০২৭, উত্তর - চেতলা লেডিস পার্ক, দক্ষিণ - চেতলা সেন্ট্রাল রোড দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ২০.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ১০
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

মেসার্স সাব এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : সুরজিৎ দে, ৯১, বাঘাযতীন, ব্লক - ডি, ডি-১৩৭ বাঘাযতীন কলোনি, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২।
শ্রী সুরজিৎ দে, পিতা- প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র দে, ডি-১৩৭, বাঘাযতীন কলোনি, কেএমসির ১০২ নং ওয়ার্ড, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২।
শ্রী অভিজিৎ দে, পিতা- প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র দে, ৯১, বাঘাযতীন ব্লক- ডি, ডি-১৩৭ বাঘাযতীন কলোনি, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২।
শ্রী বিশ্বজিৎ দে, পিতা- প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র দে, ৯১, বাঘাযতীন, ব্লক-ডি, ডি ১৩৭ বাঘাযতীন কলোনি, থানা-যাদবপুর, কলকাতা , ৭০০০৩২
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য শ্রী সুরজিৎ দে, (মেসার্স এসএবি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী) এবং শ্রী অভিজিৎ দে এবং শ্রী বিশ্বজিৎ দে (জামিনদার) -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কড়েয়া রোড শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার, **০২.০৫.২০১৯ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **০৮.০৮.২০১৯ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে আছে - জমি এবং বিল্ডিং আবাসিক **শ্রী সুরজিৎ দে, শ্রী অভিজিৎ দে এবং শ্রী বিশ্বজিৎ দে -এর মালিকানাধীন,** ডি/১৩৭, বাঘাযতীন কলোনি, কেএমসির ১০২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, থানা- যাদবপুর, জেলা - ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৩২ এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- ইপি ৩৪৯, পশ্চিম- ইপি ৩৬৬, ইপি ৩৬৭, ইপি ৩৬৮, উত্তর - রোড, দক্ষিণ - ইপি ৩৬৬, ইপি ৩৬৭, ইপি ৩৬৮ দ্বারা আবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১৬ দ্বারা ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণ- সুভাষ ভদ্রের বাড়ি, পূর্ব- কমল দাসের বাড়ি, পশ্চিম- অন্য তিনতলা ভবন দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ১১
প্রতি, তারিখ: ১১.০৯.২০২৪

মেসার্স তারা মা ট্রেডিং কোং, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মায়া সাহা, ১৫৬, ক্যানাল রোড, পশ্চিম চণ্ডীগড়, পোস্ট- কোরা চণ্ডীগড়, মধ্যম গ্রাম, কলকাতা - ৭০০১৩০।
শ্রী অমল সাহা, মধ্য বালুরিয়া, নবপল্লী, বারাসাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২০৩।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য মিসেস শ্রীমতি মায়া সাহা (মেসার্স তারা মা ট্রেডিং কোং -এর স্বত্বাধিকারী) -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি শাখা, কলকাতা, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা৭০০০০১ সুরক্ষিত পাওনাদার, **০১.০৭.২০১৭ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **২১.০৯.২০১৭ তারিখে। (এরপরে অ্যাকাউন্টগুলি এআরবি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে)**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: শ্রীঅমল সাহার দোতলা বিল্ডিং-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোর এর মোট পরিমাপ যথাক্রমে ৯১৫ বর্গফুট এবং ৯১৫ বর্গফুট, মোট ১৮৩০ বর্গফুট মৌজা - পানিহার, জে. এল. নং ২৪ -এ অবস্থিত, আর এস নং ১০৮, তৌজি নং ১৪৬, আর এস খতিয়ান নং ৩২৩, দাগ নং ৫৫২ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫২ মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৮, পশ্চিম চণ্ডীগড় মেইন রোড, থানা- বারাসাত, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২ এ অবস্থিত, জেলা ২৪ পরগণা (উঃ)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর -শ্রী সুভাষ শীলের সম্পত্তি, দক্ষিণ- শ্রী অমল সাহার বাড়ি, পূর্ব- শ্রী নাগন শীলের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।

স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং ১২
প্রতি, তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪

ঋণগ্রহীতা(গণ): মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ, ২৫/২২, প্রিন্স গোলাম মো. শাহ রোড, গলফ গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫।
এছাড়াও এখানে: ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৩য় ফ্লোর, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা - শহীদ নগর, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা - ৭৫১০০৭।
এছাড়াও এখানে: প্লট নং ১৫০, চাপাঝাড়, মালিপদা , জেলা- খুরদা, ওড়িশা - ৭৫২০১৮।
এছাড়াও: প্লট নং ০৩, ০৬, ০৭, মৌজা- ছোট নবগ্রাম, গ্রাম- ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, থানা- গাঙ্গল ঘাটি, জেলা-বাঁকুড়া, পঃবঃ, পিন-৭২২১৩।
গ্যারান্টার(গণ):
অরিজিৎ ভট্টাচার্য, (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের অংশীদার ও গ্যারান্টর), পিতা- রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল-৬৪/এফএল-২, সল্টলেক, সেক্টর - ২, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কোলকাতা - ৭০০০৯১।
ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের অংশীদার ও গ্যারান্টর), পিতা- রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল-৬৪/এফএল-২, সল্টলেক, সেক্টর - ২, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কোলকাতা - ৭০০০৯১।
রণজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), পিতা- দুলাল চাঁদ ভট্টাচার্য, সিএল-৬৪/এফএল-২, সল্টলেক, সেক্টর - ২, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কোলকাতা - ৭০০০৯১।
এছাড়াও: ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মোহাম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা - ৭০০০৯৫।
স্বাতী ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টার), স্বামী- রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল-৬৪/এফএল-২, সল্টলেক, সেক্টর - ২, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কোলকাতা - ৭০০০৯১।
এছাড়াও ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মোহাম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা - ৭০০০৯৫।
অভিজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টর), পিতা- রেবতী কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ১ম ফ্লোর, ইস্ট রুসা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩।
এছাড়াও এখানে: সি-১৬, ৪র্থ ফ্লোর, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫।
সোমা ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টার), স্বামী- অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ১ম ফ্লোর, ইস্ট রুসা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩।
এছাড়াও এখানে: সি-১৬, ৪র্থ ফ্লোর, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫।
সুতপা জিষ্ণু মিত্র (মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজের গ্যারান্টার), ব্লক নং ২, ভিলু ভিলা বাংলো, ইউনিটি কম্পাউন্ড, জুহুতারা রোড, সিটিজেন হোটেলের কাছে, সান্তাক্রুজ পশ্চিম, মুম্বাই-৪০০০৪৯
এছাড়াও এখানে: ১০/২, রামচন্দ্র বিশ্বাস লেন, রানাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১২০১।
এছাড়াও: ফ্ল্যাট নং ৪০২, ৪র্থ ফ্লোর, ডিএন অক্সি পার্ক, টাওয়ার অ্যাস্টার, দুমদুমা মৌজা, তাহসিল ভুবনেশ্বর, থানা- খন্দগিরি, জেলা- খুরদা, ওড়িশা - ৭৫১০৩০।
এছাড়াও: ১০৬২-এ, টাওয়ার-১-এর ৬ ফ্লোর ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্টে, দুমদুমা মৌজা, থানা- খান্দাগিরি, তহসিল ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা- ৭৫১০৩০।
মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতা মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ, শ্রীঅরিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য, মিসেস স্বাতী ভট্টাচার্য, শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, মিসেস সোমা ভট্টাচার্য, মিসেস সুতপা জিষ্ণু মিত্র -এর মালিকাধীন সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওভারসিজ, কলকাতা শাখা (এখন অ্যাকাউন্ট এআরবি, কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে), সুরক্ষিত পাওনাদার, **১৭.১১.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** দিয়েছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে, এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৬ ও রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন **ক্রম নং ১ এবং ২, ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে ৬ নম্বর সম্পত্তি ১১.০৬.২০২৪ তারিখে এবং ৩, ৪ এবং ৫ নম্বরের সম্পত্তি ২০.০৬.২০২৪ তারিখে।**

সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। তাই, অনলাইন মোডের মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন** পরে সর্বজনীন ই-অকশনের মাধ্যমে নীচের উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য সহ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ, যেখানে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে, আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, আপনি যদি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের খরচ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ প্রদান করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনি আপনার সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন নির্ধারিত এ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) অধীন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ:

১. জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ২.৪৩ কাঠা এবং একতলা ভবন, পরিমাপ ১১৫৮ বর্গফুট, ২৫/২২ প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা - ৭০০০৯৫-এ অবস্থিত। **শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতীর স্বাতী ভট্টাচার্য নামে। পরিবেষ্টিত :** উত্তর- কেএমসি রোড, দক্ষিণ- কেএমসি রোড, পূর্ব- কেএমসি রোড, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ২৫/১২ দ্বারা।

২. ফ্ল্যাট নং সি-১৬-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট, ৪র্থ ফ্লোর, স্যান্ড হেড কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড (লেক গার্ডেন), কলকাতা ৭০০০৪৫, **শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য মালিকানাধীন। পরিবেষ্টিত :** উত্তর- সোসাইটির খোলা জায়গা/রোড, দক্ষিণ- সোসাইটির সিঁড়ি, পূর্ব- সোসাইটির কোর্ট-ইয়ার্ড/ব্লক বি, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং ৩য় ১৫ দ্বারা।

৩. ফ্ল্যাট নং ৪০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৭৮৫ বর্গফুট, ৪র্থ ফ্লোর, ডিএন অক্সি পার্ক, টাওয়ার অ্যাস্টার, দুমদুমা মৌজা, তহসিল - ভুবনেশ্বর, থানা- খন্দগিরি, জেলা-খুরদা, ওড়িশা ৭৫১০৩০, **মিসেস সুতাপা জিষ্ণু মিত্রের মালিকানাধীন। পরিবেষ্টিত :** উত্তর- ড্রেন, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব- প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫,৪৬৫,৫৩৫,৫৩৪,৫৩২, পশ্চিম- প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯ দ্বারা।

৪. ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ৩য় ফ্লোর, পরিমাপের ১০৪৭ বর্গ ফুট, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং ১৫৫৫ এবং ১৫৫৪-এর উপরে দাঁড়িয়ে, খাতা নং ১০৫৭/২২৫৩, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা- শহীদ নগর, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা - ৭৫১০০৭- **মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ -এর নামে। পরিবেষ্টিত:** উত্তর প্লট নং ২১৫০, দক্ষিণ- প্লট নং ১৫৫৬, পূর্ব- রোড, পশ্চিম- প্লট নং ১৩৪২ দ্বারা।

৫. প্লট নং ০৩ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৭৩৪ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ১৫০/১, জে এল নং ৫১, মৌজা সুদর্শনপুর এবং প্লট নং ০৬, ০৭, খতিয়ান নং ২২৪/১, জে. এল. নং ৫৪ মৌজা ছোট নবগ্রাম, গ্রাম ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, থানা- গাঙ্গল ঘাটি, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১৩৩, **মেসার্স ইউনিট্রিভেনি ওভারসিজ -এর নামে। পরিবেষ্টিত :** উত্তর- মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণ- রাণীগঞ্জ-ছাতনা রোড, পূর্ব- রোড, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

টেস্টকে টি-টোয়েন্টি বানাল রোহিতবাহিনী একদিনেই এক ডজন রেকর্ড দেখল টেস্ট ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: কানপুর টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিং করেছে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মারা ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তুলেছেন। ২০৮ বল খেলে এই রান করেছে ভারত। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মেজাজে খেলে ভারতীয় দল ভেঙে দিয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের একাধিক রেকর্ড। সব মিলিয়ে হয়েছে এক ডজন রেকর্ড। তার মধ্যে বিশ্বরেকর্ড ন'টি।

১) দ্রুততম ৫০ রান রোহিত এবং যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং জুটি সোমবার ৩ ওভারে তুলেছে ৫১ রান। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এর আগে কোনও দল এত কম বলে ৫০ রান করতে পারেনি। এ বছরেই নটিংহ্যামে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ৪.২ ওভারে ৫০ রান করেছিল। 'বাজবল' ক্রিকেটের সেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেল কানপুরে।

২) দ্রুততম ১০০ রান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১০.১ ওভারে ভারত তুলেছে ১ উইকেটে ১০৩ রান। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কোনও দল এত কম বলে ১০০ রান করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্বরেকর্ডই ভেঙেছেন রোহিতেরা। ২০২৩ সালে ত্রিনিদাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে ১২.২ ওভারে ১০০ রান করেছিল ভারতীয় দল।

৩) দ্রুততম ১৫০ রান ভারতীয় দল সোমবার ১৫০ রানের গণ্ডি পার করতে নিয়েছে ১৮.২ ওভার। তুলেছে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান। টেস্টে ক্রিকেটে এত দ্রুত ১৫০ রান এর আগে কোনও দল করতে পারেনি। নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ল ভারতীয় দল। আগের নজিরটিও ছিল ভারতের দখলে। গত বছর ত্রিনিদাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে ২১.১ ওভারে ১৫০ রান করেছিল ভারত।

৪) দ্রুততম ২০০ রান ভারতীয় দলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ভেঙে গেল অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্বরেকর্ডও। কানপুরে ২৪.২

ওভারে ৪ উইকেটে ২০১ রান করেছেন রোহিতেরা। এর আগে ২০১৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিডনিতে ২৮.১ ওভারে ২০০ রান করে নজির গড়েছিলেন অজিরা।

৫) দ্রুততম ২৫০ রান টেস্টের ইতিহাসে দ্রুততম ২৫০ রান তোলারও নজির গড়ল ভারত। ৩০.১ ওভারে ভারত করে ৫ উইকেটে ২৫০। রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে ইংল্যান্ড ৩৪ ওভারে ২৫০ রান তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল। সেই রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে ভারতীয় দল।

৬) কোহলির ২৭০০০ রান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭ হাজার রান পূর্ণ করলেন বিরাট কোহলি। বিশ্বের চতুর্থ ক্রিকেটার হিসাবে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। তাঁর আগে এই কৃতিত্ব রয়েছে সচিন তেন্ডুলকর, রিকি পন্টিং এবং কুমার সাঙ্গাকারার।

৭) ৫৯৪ তম ইনিংস কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে নিলেন ৫৯৪টি ইনিংস। ভাঙলেন সচিনের বিশ্বরেকর্ড। ৬২৯টি আন্তর্জাতিক ইনিংস খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন সচিন।

৮) চতুর্থ ব্যাটার রোহিত টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে রোহিত হলেন চতুর্থ ব্যাটার যিনি ইনিংসের প্রথম দু'বলে ছক্কা মারলেন। সোমবার কানপুরে বাংলাদেশের খালেদ আহমেদের প্রথম দু'টি বলই মাঠের বাইরে পাঠান ভারতীয় দলের অধিনায়ক। এর আগে ১৯৪৮ সালে ফফি উইলিয়ামস, ২০১৩ সালে সচিন তেন্ডুলকর এবং ২০১৯ সালে উমেশ যাদবের এই নজির রয়েছে।

৯) জাডেজার ৩০০ উইকেট ভারতের সপ্তম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁর আগে এই কীর্তি রয়েছে কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, হরভজন সিংহ, জাহির খান এবং ইশান্ত শর্মার।

১০) জাডেজার ডাবল ৩০০ উইকেটের পাশাপাশি তিন হাজারের (৩১২২) বেশি টেস্ট রান রয়েছে জাডেজার ঝুলিতে। এই ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম। ৭৪তম টেস্টে এই নজির গড়লেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার। তাঁর আগে রয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইয়ান বথাম। তিনি ৭২তম টেস্টে তিন হাজার রান এবং ৩০০ উইকেট পূর্ণ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই কৃতিত্ব রয়েছে কপিল এবং অশ্বিনেরও।

১১) সব চেয়ে বেশি ছক্কা ২৮৫ রানের ইনিংসে রোহিতেরা মেরেছেন মোট ১১টি ছক্কা। এই নিয়ে ২০২৪ সালে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দল ৯৬টি ছক্কা মারল। এক ক্যালেন্ডার বছরে টেস্টে সব চেয়ে বেশি ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ড গড়ল ভারত। আগের রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের। ২০২২ সালে ৮৯টি ছক্কা মেরেছিলেন বেন স্টোকসেরা।

১২) মেহদির ৩০০ উইকেট বাংলাদেশের চতুর্থ বোলার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট পূর্ণ করলেন মেহদি হাসান মিরাজ। তাঁর আগে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন শাকিব আল হাসান (৭১২), মাশরফি মোর্তাজা (৩৮৯) এবং মুস্তাফিজুর রহমান (৩২৩)।

এবার আয়ারল্যান্ডের কাছে হার দক্ষিণ আফ্রিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কী হলো দক্ষিণ আফ্রিকার!

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হারের যন্ত্রণা ভোলার আগেই এবার আয়ারল্যান্ডের কাছে হার। কাল আবুধাবিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আইরিশদের কাছে ১০ রানে হেরেছে প্রোটিয়ারা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল আয়ারল্যান্ড।

আইরিশদের স্মরণীয় জয়ের নায়ক অ্যাডাইর ভাইয়েরা। ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি করেছেন রস অ্যাডাইর। এরপর বল হাতে তাঁর ছোট ভাই মার্ক অ্যাডাইর ৪ উইকেট নিয়ে ভেঙে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডার।

দুই দিন আগে ৮ উইকেটে জিতে সিরিজ শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা কাল টসে জিতে ব্যাটিংয়ে পাঠায় আয়ারল্যান্ডকে। আইরিশরা করে ৬ উইকেটে ১৯৫ রান। এর মধ্যে ১৩৭ রানই এসেছে অধিনায়ক পল স্টার্লিং ও রস অ্যাডাইরের উদ্বোধনী জুটিতে। ৭ চার ও ১ ছক্কায় স্টার্লিং ৩১ বলে ৫২ রান করে ফেরেন।

রস অ্যাডাইর ফেরেন ৫৮ বলে ঠিক ১০০ রান করে দলকে ১৭৪ রানে রেখে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি এনে দেওয়ার পথে ৫টি চার ও ৯টি ছক্কা মারেন ৩০ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রস অ্যাডাইরের আগে আয়ারল্যান্ডের কোনো ব্যাটসম্যান ৮টির বেশি ছক্কা মারতে পারেননি।

ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতা রস অ্যাডাইরকে ভাগ্যবান বলতেই হবে। এক-দুইবার নয়, সেঞ্চুরি করার পথে পাঁচবার 'জীবন' পেয়েছেন। ১৯ রানে লিজাড উইলিয়ামসের করা শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়েও বোলার ওভারস্টেপিং করায় বেঁচে যান রস অ্যাডাইর। এরপর ১৪তম ওভারে ৭৮ রানে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়েও শেষ পর্যন্ত ছক্কা পেয়ে যান। ভাগ্যক্রমে পাওয়া ওই ছক্কার ২ বল পরেই রানআউট হতে হতেও বেঁচে যান ৮৫ রানে দাঁড়ানো এই ব্যাটসম্যান। পরের ওভারের প্রথম বলে প্যাট্রিক ক্রুগারকে ফিরতি ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যান।

রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা দারুণ শুরুই করেছিল। রায়ান রিকেলটন ও রিজা হেনড্রিকসের উদ্বোধনী জুটি ৫.৩ ওভারেই দলকে এনে দেন ৫০ রান। ২২ বলে ৩৬ রান করে রিকেলটনের বিদায়ের পর ম্যাথু ব্রিটজকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৭১ রান যোগ করে দলের রানটাকে ১২১-এ নিয়ে যান হেনড্রিকস। ৩২ বলে ৫১ রান করে হেনড্রিকসের বিদায়ের পরই পথ হারানো শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার। তাঁর বিদায়ের ৯ রান পরে আউট অধিনায়ক এইডেন মার্করাম (৫ বলে ৮)।

৪ উইকেট নেওয়া মার্ক অ্যাডাইরের প্রথম শিকার ট্রিস্টান স্টাবস। ১৬তম ওভারের শেষ বলে স্টাবসকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানানো মার্ক অ্যাডাইর প্রান্ত বদলে এরপর আক্রমণে আসেন ১৯তম ওভারে। ৪ উইকেট হাতে নিয়ে ২৩ রানের সমীকরণ ছিল প্রোটিয়াদের। সেই ওভারে ৫ রান খরচ করে ৩ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজটা কঠিন করে দেন এই পেসার। উইয়ান মুল্ডার, ব্রিটজ ও এনকাবায়োমজি পিটারকে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে চতুর্থবার ৪ উইকেট পেয়ে যান মার্ক অ্যাডাইর।

শেষ ওভারে ১৮ রান দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। গ্রাহাম হিউমের করা ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৭ রান তুলতে পারে দলটি।

গোল করেই 'আয়রন ম্যান' চরিত্রের ধাঁচে উচ্ছ্বাস মেসির, কারণ জানিয়েছিলেন লিয়ো

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেজর লিগ সকারে আবার গোল করেছেন লিয়োনেল মেসি। তাঁর গোলে শার্লট এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। সেই গোলের পর অদ্ভুত কায়দায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন মেসি। কমিক চরিত্র 'আয়রন ম্যান'-এর মতো উচ্ছ্বাস করেন। সেই উচ্ছ্বাসের কারণে এক মাস আগেই ব্যাখ্যা করেছিলেন মেসি।

শার্লটের বিরুদ্ধে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো নিচু শটে গোল করেন মেসি। সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস করার পর চলে যান গ্যালারির দিকে। সে দিকেই বসেছিলেন তাঁর সন্তানেরা। হাতের তালু দু'টি নীচের দিকে রেখে পা তুলে অন্য রকম কায়দায় উচ্ছ্বাস করেন। সমর্থকেরা সেই কায়দার সঙ্গে মার্ভেল কমিকসের

'আয়রন ম্যান' চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন।

এটাই প্রথম নয়। ইন্টার মায়ামিতে আসার পর আগেও জনপ্রিয় কমিক চরিত্র ব্ল্যাক প্যান্থার, থর এবং স্পাইডারম্যানের ধাঁচে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মেসি। কেন বার বার বেছে নেন কমিক চরিত্রগুলিকেই?

এক মাস আগে এক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছিলেন, আমার তিন সন্তান এখনও ছুটিতে রয়েছে। ওদের স্কুল এখনও শুরু হয়নি। তাই প্রতিদিন রাতে ওরা মার্ভেলের সিনেমা দেখে। রোজ নতুন নতুন প্রস্তাব দেয় আমাকে। বলে গোল করেই মার্ভেলের কোনও চরিত্রের মতো উচ্ছ্বাস করতে। এ ভাবেই বিষয়টা শুরু হয়েছে। তাই সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যখনই নতুন সিনেমা দেখি তখনই নতুন ধরনের উচ্ছ্বাসের অনুশীলন করি। তবে এটা শুধুমাত্র ঘরের মাঠে খেলা থাকলেই। কারণ একমাত্র সেখানেই সন্তানেরা থাকতে পারে।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender Vide **Nit No-WBMAD/ CM/WS/NIT NO.1/ 2024-25, WBMAD/CM/ WS/NIT NO.2/2024-25, WBMAD/CM/WS/NIT NO.3/ 2024-25, Dt:-30.09.2024** for Verious work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. BID No. 21/WS/ Eng/24 dt. 27.09.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

UTTARPARA MUNICIPALITY

N.I.Q. NO.- UKM/013/WW/2024-2025, DATED-01.10.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. Supplying Electrical Materials. Quotation Submission closing Date: **28.10.2024. at 1.00 p.m.**

N.I.Q. NO.- UKM/014/WW/2024-2025 , DATED-01.10.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. Maintenance and Repairing of pump motor panel Box at Different pump house. Quotation Submission closing Date: **28.10.2024. at 1.00 p.m.**

N.I.T. NO.- UKM/003/WW/2024-2025 , DATED-01.10.2024
1. 300 mm dia Pipe line leakage repairing work. 2. 100 mm dia valve installation at different places. 3. Repairing and Restoration of damaged pipe line. Bid Submission closing Date: **06.11.2024. before 1.00 p.m.** For More Details- Visit **www.uttarparamunicipality.in**

Sd/-
Chairman,
Uttarpara Municipality

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/203/2024, Pant/204/2024, Pant/205/2024, Pant/206/2024, Pant/207/2024, Pant/208/2024, Pant/209/2024, Dated 27/09/2024**. Last Date of Submission of Bid **19/10/2024 upto 11 AM**. For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tenderare invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.** Tender Notice No.-**1358**, **Dt. 27/09/2024** for Different Civil Works under H.F.A (Phase-I) Programme of this Municipality, Tender ID: **2024_MAD_759603_1** to **6,** Last Date of Bid Submision**17/10/2024 at 17.00Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

E-TENDER

e-Tenders are invited by the **Officer-In-Charge, WBCADC Berhampore Project** against **NIeT No. : - 02/2024-2025, Dated: 26.09.2024** for Repair, Renovation & Up-gradation of Existing Old Godown at R.T.C. Campus Area, Banjetia under WBCADC, Berhampore Project. Last date of Submission of Tender Paper : **25.10.2024 up to 05:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Berhampore Project

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice

Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.-06/KGP/2024-25** of 05th S.FC Memo **No.:-276/1(12)/KGP, Date:- 30-09-2024.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT **01/10/2024 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **18/10/2024 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **http://wbtenders.gov.in** orNotice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Katabari, Jalangi, Murshidabad

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 2064/RM
Date – 30.09.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-13e/ 2024-25/SL1 to SL 28
Tender ID : 2024_MAD_759995_1 to 28
Name of the work : Construction of Cement concrete Road , Drain , drain cover slab, & other Development work in different wards (28 nos) under H.F.A within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid:**25.10.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নংঃ **জিইএম/২০২৪/বি/৫৪৪৭৮৫৪,** তারিখঃ ২৭.০৯.২০২৪। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ **ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হসপিটাল, কাঁচরাপাড়া-তে মেকানাইজড ক্লিনিং-**এর জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ইএমডিঃ** ১,১০,৭৪৪ টাকা। **ইপিবিজিঃ** পি.ও. মূল্যমানের ৫%। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ৫৫,৩৭,২৩২ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.১০.২০২৪ (শুক্রবার) বেলা ৯.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** এক (০১) বছর। জিএএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in-**এ জিইএম সার্ভিস বিড নথি পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in-**এর মাধ্যমে অনলাইনে দর উল্লেখ করতে হবে ও জমা করতে হবে। (MED-06/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/** **www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধীনে]।** ই-টেন্ডার নম্বরঃ **১৯৬_২০২৪-২৫, তারিখঃ** ২৭.০৯.২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে (১) হাওড়ায় জোনাল নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার কাম ইপিসি বিল্ডিং-এর নির্মাণ সমেত হাওড়া ইয়ার্ড পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ। (২) হাওড়ায় রবীন্দ্র রেল মিউজিয়ামের উন্নতিসাধন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২২,২২,৩০,৩৯২.৭৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১২,৬১,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in-**এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য বায়নামূল্য জমা বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-316/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/** **www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 26/WS/ Eng/24 dt. 30.09.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

N.I.T. No. 03 of 2024-2025

Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division -III P.W.Dte. for some works on **26.09.2024**
1. Last Date of receipt of Application: - **04.10.2024 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope:- **22.10.2024 at 3.00 P.M.**

Assistant Engineer,
PWDte Berhampore
Sub Division No.III

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE SNIT NO.- WBIW/EE/CID/SNIT-13/ 2024-25,

Executive Engineer, Contai Irrigation Division, invites Off-Line short notice tender for 18 (Eighteen) Nos. Source of Fund SDS/ MAINTENANCE works in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender from Rs. - 2384542.00 to Rs. 52263.00 Requisite information's is available in the web site www.wbiwd.gov.in, and also in Contai (1) Division's office notice board, last date of application on 08.10.2024 up to 4.00 PM.

(Sd/- K.Mandal)
Executive Engineer,
Contai irrigation Division, I & W Dte.
Contai, Purba Medinipur.

পূর্ব রেলওয়ে

সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম-এর ওয়ার্কস্ কন্ট্র্যাক্টে ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/ ১০/৫৩৯/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার), তারিখঃ ২৭.০৯.২০২৪। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ইএমইউ কারশেড, হাওড়ায় পিট লাইটের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৮,০০,৬৩৮.৪০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৭৬,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ১২০ দিন। **বন্ধের তারিখঃ** ১৭.১০.২০২৪ বেলা ১২টা। **চুক্তির ধরণঃ** ওয়ার্কস। **বিডিং প্রক্রিয়াঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in-**এ পাওয়া যাবে। ই টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের সাপেক্ষে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা পড়ে তা গ্রহণ করা হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (HWH-318/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/** **www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 6 nos bids of Tubewells-Vide **NIT No 241-246/XVFC Tied/NIT/MGP/2024, Dated-30/09/2024,** Estimated Cost. Including Gst & L. Cess for each scheme is Rs 195604/-(One Lakh Ninety Five Thousnad Six Hundred Four) Only. Scheme wise separate bid is invited respectively.The last date of submission of online Bid is **22/10/2024 upto 12 noon.** For details please visit to our GP Office.

S/D Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 136/2024-2025 Dated- 30-09-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **01-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **21-10-2024 upto 3.00 pm**

Date: 30.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Office of the
South 24 Parganas Regulated Market Committee
(Constituted Under the West Bengal Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1972)
Bishnupur-II Krishak Bazar, Amtala-Baruipur Road, Ghosh Para, P.O. Kanya Nagar, P.S. Bishnupur, PIN-743503, South 24 Parganas.

Expression of Interest

South 24 Parganas Regulated Market Committee invites **"EXPRESSION OF INTEREST"** (EOI) through this office Memo No. 750/SRMC Dated **25.09.2024** for "Verification & Stamping and Annual Maintenance Contract (AMC) with required spare parts of Weigh Bridge at different K.B. under South 24 Pgs RMC" EOI for the above work are to be submitted by post/courier or by hand to Secretary, South 24 Parganas Regulated Market Committee on or before **2.00 pm on 30.10.2024**. Other details information will be available on South 24 Parganas Regulated Market Committee Office Notice Board.

Sd/- Secretary
South 24 Parganas RMC

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 518/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_756273_1 to 2024_ZPHD_756273_11, Date : 23.09.2024, Tender Reference No.: 521/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_756872_1, Tender Reference No.: 523/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_756971_1, Tender Reference No.: 525/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_757000_1, Tender Reference No.: 527/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_757155_1 to 2024_ZPHD_757155_3, Date : 24.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **23.09.2024 (NIT-518), 25.09.2024 (NIT-521, 523, 525, 527) at 06:55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **28.09.2024 (NIT-518), 01.10.2024 (NIT-521, 523, 525, 527) up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **30.09.2024 (NIT-518), 03.10.2024 (NIT-521, 523, 525, 527) at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

শরৎ দিনে

তাপস কুমার চট্টরাজ

কবিতা

শরতের সোনা রোদে
চারিদিক ঝলমল
মেঘেদের ছুটি তাই
নেই কোন দলবল।
গাছে গাছে শিউলিরা
ডানা মেলে ধরছে
খোকা খুকু তুলে তুলে
আঁচলেতে ভরছে।
কচিকাঁচা যত আছে
জুটেছে যে আঙিনায়
বৈরাগী গান ধরে
আগমনী সুরে তায়।

করোনার ক্ষত মনে রেখে সরশুনায় শান্তি দূত সংঘের এবার থিম 'আবেগ'

বিপ্লব দাশ ● সরশুনা

আবেগ নিয়েই মানুষের বেঁচে থাকা। আর সেই আবেগকেই শারদীয়া উৎসবে তুলে ধরতে চলেছে সরশুনা শান্তি দূত সংঘ। মানুষের আবেগের মধ্য দিয়েই মানুষের চাহিদার কথাগুলো ধরতে চায়। আবেগ দিয়ে এক অপরকে ভালোবাসা আবার আবেগের কারণে বিচ্ছেদ আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু মাত্র বছর তিনেক আগে যে মহামারী আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই আবেগের অনুভূতি অন্যরকম। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য — প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ছে। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষ এক অন্যের কথা ভাবতেই পারে নি। সেই অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশকেই 'আবেগ' নামে তুলে ধরবে সরশুনা শান্তি দূত সংঘ।

আবেগ আসলে কী? প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞায়, আবেগ মানুষের মস্তিষ্কের একধরনের সংকেত পদ্ধতি। আমাদের যদি কিছু ভালো না লাগে, তাহলে আমরা রেগে যাই। না হলে আমাদের মনে ভয় অথবা ঘৃণার সঞ্চার হয়। মন খারাপ হয়। কিছু ভালো লাগলে আমরা খুশি হই। এই সংকেতগুলো আমাদের মস্তিষ্ক আগে অনুধাবন করে। সংকেত পেয়ে আমরা আমাদের যুক্তি, অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিই কী করব। সুতরাং, আবেগের জায়গা থেকে বেশির ভাগ মানুষের অবস্থানই কিন্তু এক। খারাপ কিছু দেখলে বেশির ভাগ মানুষ রেগে যায়, মন খারাপ করে, ভয় অথবা ঘৃণা অনুভব করে। আবেগের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদাকে তুলে ধরে সচেতনতা আনতে চায় শান্তি দূত সংঘের সদস্যরা। আশা সেই স্বপ্ন মা দুর্গার মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়িত হবে।

স্নান-বিভ্রাট

শুভজিৎ বসাক

এখন মহালয়ার পরেরদিন থেকেই ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ঢল নেমে যায় সব জায়গায়। আজ থেকে পনেরো-ষোল বছর আগে এই গুলটে যখন ক্লাস সেভেনে পড়ত তখন পঞ্চমীতে স্কুল ছুটি পড়ত আর সপ্তমী থেকে পুজোর মজা শুরু হত। আজ গুলটে চাকরি করে। বিয়েও করেছে। কিন্তু সেই সময়ে করা একটা ঘটনা তাকে আজও নিরন্তর খুশি দেয়। যদিও সেটা তখন তাকে লজ্জাই দিয়েছিল বেশি।

গুলটে বাড়ির সবথেকে ছোট ছেলে। তার দাদা শৈবাল একটা কুকুর পুষেছিল, নাম ছিল সনু। ভীষণ যত্নে বড় করেছে তাকে। বিশেষ করে পুজো-পার্বণের সময়ে তাকে খুব যত্ন করে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করে রাখত। শৈবালের মতে, ওদেরও সব আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অধিকার আছে। যাইহোক, সেবারে সপ্তমীতে বন্ধুদের সাথে বেরোনোর প্ল্যান করল গুলটে। সেইমত মাকে ম্যানেজ করে আগে থেকেই হাতখরচের বন্দোবস্ত করে রেখেছে সে। সকালেই বেরোবে তাহলে কলকাতার ঠাকুরগুলো সময় নিয়ে দেখতে পারবে। বাথরুম ফাঁকা পেয়েই স্নান করতে চলে গেল গুলটে। একটা সুন্দর গন্ধওয়ালা সাবান সেখানে হাতের কাছে পেয়ে স্নান করে বেরিয়ে এসে মাকে বলল, 'মা, সাবানটা কি কোম্পানির গো? খুব সুন্দর গন্ধ! আর গা-টা কেমন নরম লাগছে।' মা কথাটা শুনে বাথরুমে এগিয়ে গিয়ে সেটা দেখে বলল, 'এই সাবানটার কথা বলছিস?' গুলটে উত্তরে উপরনিচে ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ জানাতেই মা বলে উঠল, 'আরে, এটা তো কুকুরের গায়ে মাখার সাবান! তুই এটা মেখেছিস?' শুনে তো গুলটে থ! কথাটা কানে গেল শৈবালেরও। ব্যস, ভাইকে ক্ষ্যাপাতে সেও আর দেরী করল না। বাড়িময় জানাজানি হতেই হাসির রোল উঠল। গুলটে তো লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে। সে দাদাকে গিয়ে বলল, 'দাদা, তুই আর কাউকে কিছু বলিস না প্লিজ। এর বদলে কি খেতে চাস বল খাইয়ে দেবো'। শৈবাল পেটুক ছেলে। সে ভাইয়ের এই প্রস্তাব শুনে বলল, তুই টাকা পাবি কোথায়?দ গুলটে উত্তরে বলল, তসেসব জমানো আছে। বাবা-দিদা যে টিফিনের জন্য মাঝে মাঝে টাকা দেয় সেটাই অনেকটা জমানো আছে। তুই শুধু কাউকে বলিসনা এটা প্লিজ। বন্ধুরা জানলে হাসবেদ। কথা দিল শৈবাল। শৈবাল-গুলটে একই স্কুলে পড়ে। তাই সবাই সবার বন্ধুকে চেনে। সেইমতো সপ্তমীতে ওরা দুই ভাই আর বন্ধুরা মিলেই বেরোল। বেরিয়ে ঠাকুর দেখা শেষ করে, খাওয়া-দাওয়ার পরে আসল বোমটা ফাটাল শৈবাল। সে সবাইকে চমকে দিয়ে বলল, তআজ জানিস তোরা কি হয়েছে?দ সবাই তো উৎসাহী চোখে তার দিকে তাকিয়েছে আর গুলটের বুকে বাজছে একশো হাতুড়ির ঘা। ঠিক যা ভয় পেয়েছিল সেটাই সত্যি হল। দাদা কথা রাখল না। সবাই গুলটের কীর্তি শুনে তো হাসিতে ফেটে পড়ল। লজ্জায় আর রাগে লাল হয়ে গেল গুলটে। সে আর বাড়ি ঢুকবে না ঠিক করে সেখান থেকে গিয়ে বসেছে রেললাইনের পাশে একটা রোয়াকে। পাড়াটা ছোট তাই গুলটের কীর্তির কথা সবাই জেনে গিয়েছে ততক্ষণে। গুলটে ভেবেছিল এখানে খানিকক্ষণ বসে রাগ কমলে বাড়ি ফিরবে। হঠাৎ দেখে পাশেই বসে আছে সামন্ত জ্যেঠু। তাদের বাড়ি থেকে দুই বাড়ি পরেই থাকেন তিনি। এদিকে আলো কম তবুও চেনা জায়গায় কম আলোতেও জায়গা পরিবেশ চেনার উপযোগী হয়ে যায় মানুষ। তাতেই তিনি একবার গুলটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি গুলটে না? প্রকাশের ছোটছেলে?' এখানেও শান্তি নেই দেখে সবকিছু চেপে সে ভদ্রতার খাতিরে খালি হ্যাঁ জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, তুমিই আজ সেই কুকুরের সাবান দিয়ে স্নান করেছো না ভাই?' বলেই ঠোঁটের কোণে হাসি ধরা পড়ল তাঁর। সেই হাসিতে মজার খোরাক মিশে আছে কিন্তু কিশোর গুলটে সেসব না বুঝেই আর কিছু না বলে মুখ গোমড়া করে সব সহ্য করে বাড়ি ফিরল। সেই সপ্তমীর দিনটা তার কাছে কখনই ভোলার নয় আর।

আজ এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে। দুর্গাপুজোর সপ্তমী এলে গুলটের সেদিনের কথাগুলো মনে পড়লেই মনে মনে হেসে ওঠে সে। পাড়ার পুজোর আজ কলা-বৌ স্নান করিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পুরানো কথাগুলো তাকে খুব স্মৃতিমেদুর করে রেখেছিল। ছোট বয়সের পুজোর আনন্দটাই বড় বয়সের রসদ জোগায়। এই যেমন কাজের চাপ, জীবনের নানা ওঠাপড়ার মাঝেও ছোটবেলার পুজোর সেই শিশুসুলভ আচরণের বিশেষ কথাগুলোই পুজোর রঙে রঙ মেলায় প্রতিবছর নতুন করে। শৈবাল তার পাশেই চলেছে। এরপরে আর দাদার ওপর রাগ হয়নি, বরং তখন চেপে গেলেই কথাটা একেবারেই ভুলে মাটিতে মিশে যেত এটা আস্তে আস্তে বুঝেছিল গুলটে। সবার সামনে ঘটনাটা চলে আসতেই সেই যে নির্ভেজাল মজা হয়েছিল সেটাই সপ্তমীর স্মৃতিকে আলাদা করে সতেজ রেখেছে। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে মণ্ডপে এসে থামল তারা। পুরোহিত মশাই কলা-বৌ নিয়ে পুজোর বাকি আচার পালনে মন দিলেন।

দত্তপুকুরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর বাড়ি থেকে আজও ভেসে আসে মহালয়ার সুর

অরিন্দম ঘোষ

'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের জাদুকর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ির কথা উঠলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকাতার রামধন মিত্র লেনের সাত নম্বর বাড়িটা। কিন্তু এই বাড়িটা ছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দত্তপুকুরের এক নম্বর পঞ্চায়েতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণর আরও একটা নিবাস ছিল। দত্তপুকুরের এই বাড়িটা আসলে ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণর পারিবারিক বাগানবাড়ি। দত্তপুকুর স্টেশন সংলগ্ন আমন্ত্রণ মোড় এলাকায় প্রায় ৯০ বিঘা জমির উপর এই দিগন্ত বিস্তৃত বাগানবাড়ি।একসময় এই বাগানবাড়িতে আম, জাম, কলা, লিচু, সবেদা প্রভৃতি নানারকম ফলের গাছ ছিল।এই বাগানবাড়ির মধ্যেই পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছিল কাছারিবাড়ি ও বসতবাড়ি। এখানে অবসর ছুটি কাটাতে আসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তখন বাড়িতে বসত গানের আসর। শুধু তাই নয়, নাট্যচর্চা আর সংগীতচর্চার পাশাপাশি সমস্ত রকম অনুশীলনী চলত এখানে। সমস্ত বাড়ি ভর্তি ছিল বাদ্যযন্ত্র। বাড়িটি দেখাশোনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন এক মুসলিম পরিবার। বংশানুক্রমে তাঁরা এখনও বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর তাঁর গানের যাবতীয় সরঞ্জাম কলকাতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশে অবস্থিত এই বাগানবাড়ি তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর এই বাড়িতে যাতায়াত ছিল তাঁর ভাইপো অশোককৃষ্ণ ভদ্রের।তাঁর দেহরক্ষার পর আর কেউ সেভাবে এখানে আসেন না। অনেকেরই ধারণা আছে দত্তপুকুরে এই সুপ্রাচীন বাড়িটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের।কিন্তু জমির রেকর্ডে অশোককৃষ্ণ ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও রবীন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে বাগানবাড়ি বিক্রির কাজ শুরু করেন ভদ্র পরিবার।১৯৮৫ সাল থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এক চিলতে জমিতে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে দত্তপুকুরের কৃতি সন্তান, মহালয়ার জাদুকর শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের এই সুপ্রাচীন বাড়িটি।এই বাড়ির দেওয়ালে কান পাতলেই আজও যেন শোনা যায়, 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির ...।'

হোয়াইট হাউজ দেখতে আসতে হবে এবার মহম্মদ আলি পার্কে

শুভাশিস বিশ্বাস

শহর কলকাতায় পুজো বললে সে তালিকার একেবারে প্রথমেই থাকবে ঐতিহ্যবাহী মহম্মদ আলি পার্কের পুজোর নাম। ২০২৪-এ এই পুজো পা দিতে চলেছে ৫৬ বছরে। দীর্ঘকাল ধরে অনেকেই এই মহম্মদ আলি পার্কের পুজো দেখতে আসেন। তবে এই পুজোর যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়। এই পুজোয় মণ্ডপ সজ্জা হয় একটি থিমে। সঙ্গে অপর একটি থিম তুলে ধরা হয় মাতৃপ্রতিমা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। ২০২৪-এও তার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৩-এ এই মহম্মদ আলি পার্কের পুজো মণ্ডপ তৈরি হয়েছিল কেদারনাথের অনুকরণে। যাঁরা কেদারনাথ দর্শন করতে পারেননি তাঁরা সেই আশ মিটিয়েছিলেন এই পুজো মণ্ডপে এসে। তবে ২০২৪-এ ভারতের সীমা অতিক্রম করে পুজো উদ্যোক্তারা নজর দিয়েছেন সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার হোয়াইট হাউজের আদলে গড়া হচ্ছে এবারের পুজো মণ্ডপ। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে বৈঠক করেন এই হোয়াইট হাউজে। অর্থের অভাবে যাঁদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখা সম্ভব হয়নি তাঁরা এবার মহম্মদ আলি পার্কের পুজো মণ্ডপে এলে দেখতে পাবেন এই ঐতিহ্যশালী হোয়াইট হাউজ। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই পুজো মণ্ডপ এতোটাই নজর কাড়া হবে যে, তা দেখার পর দাবি করা যেতেই পারে হোয়াইট হাউজ দর্শন হয়েছে বলে। ২০২৪-এর এই পুজো মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন মেদিনীপুরের মা শীতলা ডেকরেটর্স। মেদিনীপুরের শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে থাকবেন মানেই সেখানে বাংলার হস্তশিল্প যে প্রদর্শিত হবে তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এই প্রসঙ্গে মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে থাকা শিল্পী গোপাল দাস জানান, পাটের নানা ধরনের কাজ দিয়ে সাজানো হবে পুজো মণ্ডপ। সঙ্গে থাকছে বাটাম আর প্লাইয়ের নানা কাজও। পুরোটাই হবে হাতে বানানো। অর্থাৎ, বঙ্গ হস্তশিল্পকে ফের একবার দেখার প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে এবারের এই পুজো মণ্ডপ। মণ্ডপের পাশাপাশি প্রতিমা বানানোর দায়িত্বে রয়েছেন কুশ বেরা। একেবারে সাবেকি স্টাইলে প্রতিমার রূপদান করা হচ্ছে বলেই জানান মহম্মদ আলি পার্ক পুজো কমিটির যুগ্ম সচিব অশোক ওঝা। তবে সঙ্গে তিনি এও জানান, প্রতি বছর এই পুজোর মাতৃপ্রতিমা সাবেকি ঘরানায় তৈরি হলেও এর মধ্য দিয়ে একটা সমাজ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় কলকাতা তথা রাজ্যবাসীকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। জলই যে জীবন, তা তুলে ধরা হচ্ছে প্রতিমা নির্মাণের মধ্য দিয়ে। কারণ, জলের অপচয় রোধ হওয়া এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছেন পুজো

আসছে মা সাজছে শহর

উদ্যোক্তারা। কারণ, বঙ্গে দ্রুত নামছে জলের স্তর। ফলে জলের সঙ্গে মিশছে আর্সেনিক। যা মানুষের শরীরের পক্ষে বিষতুল্য। এর সঙ্গে রোধ করা প্রয়োজন জল দূষণও। এই জল দূষণকে রোধ করতে হলে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা জরুরি বলেও জানান মহম্মদ আলি পার্কের এই পুজোর কর্তা। জল যেখানে থিমে সেখানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বার্তাও দেওয়া হবে এটা স্বাভাবিক। জলে নিয়ে এই বার্তা দেওয়ার কারণ,বর্তমান প্রজন্ম জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মোটেই সচেতন নয়। এর জন্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে পড়তে হতে পারে এক বড় সংঙ্কটে। সেই কারণেই ভবিষ্যত প্রজন্মকে জল সঙ্কট থেকে বাঁচাতে এই সচেতনতার বার্তা দিতে চলেছে মহম্মদ আলি পার্কের উদ্যোক্তারা। এতো গেল পুজো মণ্ডপ আর প্রতিমার কথা। এরই পাশাপাশি মহম্মদ আলি পার্কের আলোকসজ্জাও বিশে, এক আকর্ষণ দর্শনার্থীদের কাছে। সাবেকি স্টাইলে আলোক সজ্জা করা হলেও পুজোর এই কয়েকটা দিন চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মহম্মদ আলি পার্ক সংলগ্ন অঞ্চল ভাসে আলোর বন্যায়। বিশাল আকারের আলোর গেট থেকে সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে পুজো উদ্যোক্তারা তুলে ধরেন এই আলোর খেলায়। এই নরম আলোর খেলায় জনস্রোতের মাঝে গা ভাসিয়ে মহম্মদ আলি পার্কের ঠাকুর দেখার একটা আলাদা আমেজ রয়েছে সবার কাছেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতার এই হেভিওয়েট পুজোর উদ্বোধন হবে চতুর্থীতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এলাকার সাংদ থেকে শুরু করে মন্ত্রীরাও। সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন নানা স্তরের জনপ্রতিনিধিরাও। শুধু পুজোতেই যে নিজেদের কর্মকাণ্ড বেঁধে রাখেন মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্যোক্তারা তা নয়। প্রায় ২৫ লাখ টাকা বাজেটের এই পুজোয় শুধু দুর্গা আরাধানা নিয়েই মাতামাতি হয় না, সঙ্গে চলতে থাকে নানা ধরনের সমাজসেবা মূলক অনুষ্ঠানও। যার মধ্যে রয়েছে বস্ত্রদান থেকে শুরু করে প্রান্তিক শিশুদের দিকে নানা ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই জানান পুজো কমিটির যুগ্ম সচিব অশোক ওঝা। এবারেও শ'খানেক বা শ'দেড়েক শিশুর হাতে এই পুজোর দিনে তুলে দেওয়া হবে খাবার থেকে বস্ত্র। করা হবে সাধ্যমতো অর্থ সাহায্যও। পুজোর চারটে দিন ধুমধাম করে কাটানোর পর পুজো কার্নিভালের মধ্য দিয়েই গঙ্গার বুকে নিরঞ্জন হবে মাতৃপ্রতিমার। এটাই হয়ে আসছে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয় বলেই ধারনা পুজো উদ্যোক্তাদের।

তবে এতো কিছুর মধ্যেও পুজো উদ্যোক্তাদের মন ভাল নেই। কারণ, ২০১৯ থেকে তাঁদের পুজো সরিয়ে আনতে হয়েছে মহম্মদ আলি পার্ক থেকে। এখন পুজো হয় একেবারে পার্কেরই গা ঘেঁষে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ওপরে। ফলে পুজোর যে জৌলুস ছিল তা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না পুজো উদ্যোক্তাদের। মাঠের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা পুজো মণ্ডপে যে জৌলুস বা চাকচিক্য আনা সম্ভব তা করা যাচ্ছে না। এতে যে শুধু পুজো কর্মকর্তারাই হতাশ তা কিন্তু নয়। হতাশ পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীরাও।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৯৭৮ সালের আগে পর্যন্ত অন্য জায়গায় এই দুর্গাপুজো হত। কিন্তু, সেই জায়গায় রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় হাইকোর্টের নির্দেশে মহম্মদ আলি পার্কে পুজো সরিয়ে আনা হয়। এরপর এই পার্কের জলাধার সংস্কারের ইস্যুতে ২০১৯ থেকে পার্কে বন্ধ করা হয় পুজো। এরপর মহম্মদ আলি পার্কের ভিতরে দুর্গাপুজোর পরিবেশ ফেরানোর দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মামলাটি করেন ওই এলাকার বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধ বাসিন্দা প্রেমচাঁদ আগরওয়াল। মামলকারীর অভিযোগ, কলকাতার মেয়র প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ হয়নি। শুধু তাই নয়, পার্ক বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় মানুষরা। মাঠ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ এলেও নানা টালবাহানায় এখনও সে দরজা খোলেনি বলেই জানান পুজো উদ্যোক্তারা। ফলে হাজারো আনন্দের মাঝেও কোথাও একটা বিষাদের সুর মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্যোক্তাদের গলায়।